RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

স্বপ্ন নগরীতে পাড়ি নিলাঞ্জনার

পৃষ্ঠা- ৫

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৬, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৫ মার্চ – ৭ এপ্রিল, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 6, Cooch Behar, Friday, 25 March - 7 April, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার: ১৭ই মার্চ কোচবিহার পুরসভার নতুন বোর্ড গঠন হল। কোচবিহার পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন আমিনা আহমেদ। এদিন তিনজন নির্দল প্রার্থীরাও সকল বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থীদের সঙ্গে শপথ নেন।

কোচবিহার পুরসভার ২০ টি আসনের মধ্যে ১৫ টি আসনে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। ৩ টি আসনে জিতেছে নির্দল ও দুটি তে জয়ী হয় বামফ্রন্ট প্রার্থীরা। সকল বিজয়ী প্রার্থীরা শপথ নেওয়ার জন্য মনোনীত করেন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে। রবীন্দ্র নাথ ঘোষ কোচবিহার পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের বিজয়ী প্রার্থী। দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক জীবনে রবীন্দ্র নাথ ঘোষ এই প্রথম কোচবিহার জেলার পৌরপিতার আসনে বসলেন। তবে আমিনা দেবী বিগত কয়েক বছর ধরেই পুর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিন শপথ গ্রহণের পর কোচবিহার পৌর সভার নতুন চেয়ারম্যান রবীন্দ্র নাথ ঘোষ সাংবাদিকদের জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ যে তিনি আমার উপর গোটা কোচবিহার শহরের দায়িত্ব দিয়েছেন। এত দিন অনেক ধরনের কাজ করেছি, অনেক দায়িত্ব পালন করেছি। এবার প্রথম আমি পুরসভার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করব। সকল কাউন্সিলার দের সঙ্গে নিয়ে কাজ করব। কি ভাবে আমার জেলা কোচবিহার কে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সেই চেষ্টাও করব। শহরের প্রতিটি নাগরিক বৃন্দই যেন সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে শহরে বসবাস করতে পারে সে জন্যে সবসময় আমাদের কাজ করতে হবে। বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে নিকাশি নালা পরিস্কার করা পর্যন্ত সমস্ত কাজ সবাই কে নিয়ে বসে আলোচনা করে করা হবে বলে জানান তিনি। শহর সম্প্রসারণ নিয়ে প্রশ্ন করা হলো চেয়ারম্যান রবি বাবু জানান, "বোর্ড সবে গঠন হল। সমস্ত কাজই দ্রুত করা হবে। তবে শহর সম্প্রসারণের ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত আলোচনা করা হবে"।

চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ

করোনেশন সেতুতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্লোজ সেবক ফাঁড়ির ওসি

দার্জিলিং: সেবকের করোনেশন সেতুতে শ্যুটিংয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্লোজ করা হল সেবক ফাঁড়ির ওসি ডালিম অধিকারীকে। তাঁর পরিবর্তে সেবক ফাঁড়ির ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তপন দাসকে। পাশাপাশি ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে প্রোডাকশন ম্যানেজার চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পুলিশ প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া শ্যুটিংয়ে বিস্ফোরণ ঘটানোর অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২৫ মার্চ তাঁকে কালিম্পং জেলা আদালতে তোলা হয়। চৈতালি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নামী প্রোডাকশন সংস্থার উত্তরবঙ্গের দায়িত্বে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় সড়ক বন্ধ করা, বিনা অনুমতিতে সেতুতে অগ্নিসংযোগসহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শিরোপাধারী সেবকের বাঘপুলে বিনোদ মেহেরার ছেলে রোহন মেহেরার হিন্দি ওয়েব সিরিজ "কালা"র শ্যুটিংয়ের অংশ হিসেবে একটি আর্মি ট্রাকে বিস্ফোরণ করানো হয়। কিন্তু ওই বিস্ফোরণের জন্য দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বিস্ফোরণের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে কীভাবে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ওই দুর্বল সেতুর উপর শ্যুটিংয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হল, সেই প্রশ্ন ওঠে।

অন্যদিকে, করোনেশন সেতু থেকে অল্প দূরত্বে থাকা সেবক থানার পুলিশ ওই ঘটনা না আটকে উলটে কীভাবে শ্যুটিংয়ে সহযোগিতা করল, সেই বিষয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। এরপরই তড়িঘড়ি ওই ঘটনার তদন্তে নামে দুই জেলার উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান তাঁরা। রাজ্য পুলিশের আইজি (উত্তরবঙ্গ) দেবেন্দ্রপ্রতাপ সিং অন্তর্বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে সেবক ফাঁড়ির ওসি ডালিম অধিকারীর কর্তব্যে গাফিলতি মেলে। তারপরই তাঁকে ক্লোজ করা হয়।

এবছর উত্তরবঙ্গে ব্যবসায় ক্ষতি ৩০ শতাংশ সমস্যায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোগীরা

কোচবিহার: করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এই দুই বছরে ব্যবসা-বাণিজ্যের যা ক্ষতি হয়েছে তা এখনও সামলে উঠতে পারেনি উত্তরবঙ্গ। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে এই দুই ক্ষেত্রে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়েছেন ছোট ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে শিল্পোদ্যোগীরা।

কোচবিহার মূলত কৃষিপ্রধান এলাকা। কৃষির সঙ্গে শিল্পেরও বিভিন্ন দিক উন্মুক্ত হয়েছে এখানে। বলাবাহুল্য চকচকায় রয়েছে জেলার একমাত্র শিল্পতালুক। চকচকা থেকে আচার, অ্যালুমিনিয়াম ও প্লাস্টিক সামগ্রী, ময়দা, আটা, চাল প্রভৃতি নিম্ন অসমের ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও, কোকড়াঝাড়সহ বিভিন্ন এলাকায় রপ্তানি করা হত। এছাড়া হলদিবাড়ির টমেটো এবং লংকা গোটা দেশেই চালান যায়। এবার টমেটো এবং লংকার চাষ প্রায় অর্ধেক হয়েছে। কারণ করোনার জেরে বহু কৃষক জলের দরে সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই এবারও ব্যবসায় মার খাওয়ার ভয়ে কৃষকদের একাংশ যেমন কম চাষ করেছে তেমনি অন্যদিকে আবার কৃষকদের একাংশ টাকার অভাবে কৃষিকাজই করতে পারেনি। ব্যবসায়ীরা জানান, করোনার আগে যে ব্যবসা হত এখন আর সেটা হচ্ছেনা। কোচবিহারের শিল্পপতি সুব্রত পোদ্দার বলেন, পাইকাররা এখন আর কোচবিহার থেকে মালপত্র কিনছেননা। অনেক ব্যবসায়ীর টাকা বাজারে পড়ে রয়েছে। শুধুমাত্র চকচকাতেই ৪০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে বলে তাঁর দাবি। এছাড়া কোচবিহার থেকে কাপড়, ডিম, বাসনপত্র সহ অনান্য সামগ্রীর পাইকারি বাজারও আগের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি কেন্দ্রিক বহু শিল্প পার্ক রয়েছে। যেমন ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। এখানে প্রায় ১৪৪টি শিল্প ইউনিট চালু আছে। শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে আছে ৫০টিরও বেশি শিল্প ইউনিট এবং রানিনগরে রয়েছে ৮০টির মত শিল্প ইউনিট। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিল্প পার্ক। ডেয়ারি, প্লাস্টিক কারখানা, ফ্লাওয়ার মিল, ফুড প্রসেসিং ইউনিট সবই রয়েছে এই শিল্প পার্ক গুলোতে। সব মিলিয়ে এই সব কারখানায় প্রায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এই শিল্প পার্ক গুলোতে। এখানেও পড়েছে করোনার প্রকোপ। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স নর্থ বেঙ্গলের চেয়ারম্যান নিশান্থ মিত্তাল বলেন, করোনার পর অনেক নতুন দিক খুলেছে। বহু মহিলা অনলাইন ব্যবসা শুরু করেছেন। কোচবিহার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক রাজেন্দ্রকুমার বৈদ বলেন, করোনার জন্য অনেকের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। ষ্টেশনারি, গালামাল, ছোট পাইকারি, সবজির ব্যবসা, যাদের ১-২ লক্ষ্য টাকা পুঁজির ব্যবস্থা ছিল তাঁদের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

নতুন পাঠ্যক্রম চালুতে উদ্যোগী পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

কোচবিহার: পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় চারটি বিষয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসেই এব্যাপারে রূপরেখা তৈরি করতে আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা করেন উপাচার্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নতুন পাঠ্যক্রম চালুর উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এবারও নতুন করে ডেটা সায়েন্স, মাস্টার অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন, হেলথ এডুকেশন ও একাধিক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কোন বিষয়ে কত সংখ্যক আসন থাকবে, তা নিয়েও পর্যালোচনা হচ্ছে।কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেন, "চারটি নতুন বিষয়ে পাঠ্যক্রম চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই গোটা বিষয়টি উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন হলে পড়াশোনা চালু করা হবে।"

জলপাইগুড়ি পৌরসভায় নতুন বোর্ড, চেয়ারপার্সন হলেন পাপিয়া পাল

জলপাইগুড়ি: নতুন বোর্ড গঠন হল জলপাইগুড়ি পৌরসভায়। ১৬ মার্চ বাবুপাড়াস্থিত দলীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিন পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের তালিকা প্রকাশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ। নাম ঘোষণার পর জলপাইগুড়ি পৌরসভার চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারম্যান-সহ নবনির্বাচিত কাউন্সিলররা শপথ গ্রহণ করেন। নবগঠিত বোর্ড অনুযায়ী জলপাইগুড়ি পৌরসভার বর্তমান চেয়ারপার্সন হলেন পাপিয়া পাল এবং ভাইস চেয়ারম্যান হলেন সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

ময়নাগুড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অনন্তদেব অধিকারী ও ভাইস চেয়ারম্যান হলেন মনোজ রায়। মালবাজার পৌরসভার নব গঠিত বোর্ড অনুযায়ী চেয়ারম্যান হলেন স্বপন সাহা এবং ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন উৎপল ভাদুড়ি। জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রয়াস হলে সদর মহকুমা শাসক সুদীপ পাল চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারদের শপথ গ্রহণ করান।

জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, "কলকাতা থেকে চেয়ারম্যানদের তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেই খাম বুধবার খুলে জেলার তিন পৌরসভার চেয়ারম্যানদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হল। মানুষের উন্নয়নে কাজ করবে পৌরসভার চেয়ারম্যানরা।"

রাজবংশী স্কুলে প্যারাটিচার ও অ্যাসিসটেন্ট টিচার নিয়োগ

কোচবিহার: জল্পনার অবসান। রাজবংশী ভাষায় পঠনপাঠন শুরু করার জন্য অবশেষে ৮০০ প্যারাটিচার ও চুক্তিভিত্তিকঅ্যাসিসটেন্ট টিচার নিয়োগের অনুমোদন দিল রাজ্য সরকার। উল্লেখ্য, প্রাথমিকে রাজবংশী ভাষায় পঠনপাঠন চালু করার জন্য আগেই উত্তরবঙ্গে ১৯৮টি রাজবংশী স্কুলের অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে এতদিনেও স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ না হওয়ায় রাজবংশী ভাষায় পঠনপাঠন শুরু হওয়া নিয়ে সংশয় ছড়িয়েছিল। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(প্রাথমিক) কাণাইলাল দে জানান, রাজবংশী স্কুলগুলিতে প্যারাটিচার ও অ্যাসিসটেন্ট টিচার নিয়োগ সংক্রান্ত এসেছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস হলেও কোচবিহারের একটা বড় অংশ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত। বলাবাহুল্য উত্তরবঙ্গে এত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ থাকলেও এই ভাষায় পঠনপাঠনের জন্য এতদিন কোন স্কুল ছিলনা। ফলে ক্ষোভ জন্মেছিল এই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে। এনিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনও চলেছিল। এই অবস্থায় গ্রেটার নেতা বংশীবদনের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ১৯৮টি অর্গানাইজড রাজবংশী স্কুল চলছিল। এরমধ্যে কোচবিহার জেলায় ১২০টি, আলিপুরদুয়ারে ৮টি, জলপাইগুড়িতে ২০টি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে যথাক্রমে ৩৪টি ও ১৬টি স্কুল রয়েছে। কয়েকমাস আগে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বংশীবদনের ওই রাজবংশী স্কুলগুলিকেই সরকারি অনুমোদন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

তবে স্কুলগুলিতে শিক্ষক ও কর্মী নিয়োগ দেরিতে হওয়ায় বিভিন্ন মহলে এনিয়ে নানা গুঞ্জন চলছিল। এই অবস্থায় বুধবার ৯মার্চ রাজ্য সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের তরফে যুগ্ম সম্পাদক এই স্কুলগুলির জন্য প্যারাটিচার ও চুক্তিভিত্তিক অ্যাসিসটেন্টটিচার নিয়োগের নির্দেশিকা জারি করে। ইতিমধ্যে এই নির্দেশিকা উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলাতে পৌঁছেও গিয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী স্কুলগুলিতে ৩৯৪ জন প্যারাটিচার ও ৩৯০ জন চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই চুক্তিভিত্তিক অশিক্ষককর্মীদের পদটিকে অ্যাসিসটেন্ট টিচার বলা হচ্ছে।

প্রতি স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলে মোট চারজন করে নেওয়া হবে। প্যারাটিচাররা দশ হাজার ও চুক্তিভিত্তিক অ্যাসিসটেন্ট টিচাররা মাসে আট হাজার টাকা করে সাম্মানিক পাবেন। প্যারাটিচারদের নিয়োগের জন্য উচ্চমাধ্যমিকে নূন্যতম ৫০ শতাংশ নম্বর লাগবে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে এই নিয়োগ শেষ করতে বলা হয়েছে।

বিশেষ সূত্রের খবর জেলাশাসক পবন কাদিয়ানকে চেয়ারম্যান করে পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা এই নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি সুপারভাইজ করবেন।

রাজ্য বাজেটে চা সেস মুকুব সুদিনের আশায় উত্তরবঙ্গের চা শিল্প

জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গের চা চাষিদের কথা মাথায় রেখে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বাজেটে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কথা। আগামী অর্থবর্ষেও চা বাগান ও বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা চাষিদের কৃষি আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কাঁচা পাতার ওপর গ্রামীণ কর্ম সংস্থান ও শিক্ষা সেস মুকুবের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ১১ মার্চ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পেশ করা এবছরের বাজেটে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের জন্য এমন একাধিক প্রস্তাব ঘিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে চা বলয়।

২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে কাঁচা পাতার ওপর গ্রামীণ কর আদায় সংস্থা সেস মুকুব করায় প্রতি কিলোগ্রাম কাঁচা পাতার ওপর ৮ ও ৪ পয়সা করে যে সেস দিতে হত তা আর এখন থেকে দিতে হবেনা। এতে চা বলয়ে একটু হলেও খুশির হাওয়া বইছে। কারণ এর ফলে ক্ষুদ্র চা চাষি সহ চা বাগানগুলি প্রতি কিলো কাঁচা পাতার ওপর ১২ পয়সা সেস প্রদানের হার থেকে মুক্তি পেতে চলেছে। অন্যদিকে কৃষি আয়কর থেকেও ছাড় পাওয়ায় মোটা অঙ্কের টাকা সাশ্রয় করতে পারবে বাগান গুলি।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, এই প্রথম ক্ষুদ্র চা চাষিদের কথা বাজেটে আলাদা করে বলা হয়েছে। এটা অবশ্যই একটি ইতিবাচক দিক।

মিনার্ভা থিয়েটারে জমে উঠেছে রাজ্যস্তরের নাট্যোৎসব ২০২২

পার্থ নিয়োগী

কোচবিহার: ২০ই মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্যস্তরের নাট্যোৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসু।

উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মাননীয়া অর্থমন্ত্রী, প: ব: সরকার, মাননীয় উপমহানাগরিক শ্রী অতীন ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নবনিযুক্ত সভাপতি শ্রী দেবশঙ্কর হালদার এবং ভারপ্রাপ্ত সরকারী আধিকারিকগণ।

২০ থেকে ২৯ মার্চ, ২০২২ মিনার্ভা থিয়েটারে ১০ দিনে ১১ টি নাটক। কোভিডবিধি পালন আবশ্যক। ২০ মার্চ সন্ধ্যা ৬.৩০ নাটক 'কমলা সুন্দরী', নাট্যদল মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার, নির্দেশক গৌতম হালদার। ২১ মার্চ নাটক 'আবৃত্ত', নাট্যদল নান্দীপ্ নির্দেশক প্রকাশ ভট্টাচার্য। ২২ মার্চ নাটক 'বাইশে আগষ্ট', নাট্যদল বেলঘরিয়া অভিমুখ, নির্দেশক কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। ২৩ মার্চ নাটক 'ভালোলোক', নাট্যদল সায়ক, নির্দেশক মেঘনাদ ভট্টাচার্য। ২৪ মার্চ নাটক 'টাইপিস্ট,' নাট্যদল শ্যামবাজার মুখোমুখি, নির্দেশক পৌলমী চট্টোপাধ্যায়। ২৫ মার্চ নাটক 'দ্য কাইট রানার', নাট্যদল হাতিবাগান কাব্যকলা মনন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, নির্দেশক প্রসেনজিৎ বর্ধন ও সুমিত কুমার রায়। ২৬ মার্চ নাটক 'দুই বুড়োর রূপকথা', নাট্যদল উষ্কিক, নির্দেশক ঈশিতা মুখোপাধ্যায়। ২৭ মার্চ নাটক বিকেল ৩.৩০-এ, 'আমি শুধু ফোন করতে এসেছিলাম', নাট্যদল আসানসোল চর্যাপদ, নির্দেশক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী। সন্ধ্যা ৬.৩০ সময়ে নাটক 'জনশত্রু', নাট্যদল রঙ্গাশ্রম, নির্দেশক সন্দীপ ভট্টাচার্য। ২৮ মার্চ নাটক 'পরদেশী', নাট্যদল চাকদহ নাট্যজন, নির্দেশক দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৯ মার্চ শেষ দিন নাটক 'সে মায়াকানন', নাট্যদল নটধা, নির্দেশক অর্ণ মুখোপাধ্যায়। নাট্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যেই মিনার্ভা থিয়েটারে রাজ্যস্তরের নাট্যোৎসব ২০২২ জমে উঠেছে।

ডুয়ার্সে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী পিএইচই

জলপাইগুড়ি: ডুয়ার্সের বাগান গুলিতে পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। গরম পড়তে না পড়তেই ডুয়ার্সে জল সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। তাই এবার ডুয়ার্সের চা বাগান গুলিতে পানীয় জলের এই সমস্যা দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ (পিএইচই)। সরকারি গাইডলাইন অনুসারে একজন ব্যক্তির মাথাপিছু ৫৫ লিটার জলের প্রয়োজন ধরে নিয়ে মোট জনসংখ্যার নিরিখে জলের চাহিদা বের করা হয়। সেই হিসেব মতই একদিকে যেমন পুরোনো প্রকল্পগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তেমনি অপর দিকে নতুন প্রকল্প গুলিও সেইমত তৈরি করা হবে।

সেই অনুসারে জলকষ্ট দূর করতে জলপাইগুড়ির ১০টি চা বাগানে পুরনো জল প্রকল্পগুলির ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ইংডং, কুমলাই ও ভগতপুর চা বাগানে নতুন জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া ডুয়ার্সের ৮টি জনবহুল এলাকাতেও নতুন জল প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পুরনো প্রকল্পগুলির মধ্যে যেগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল- জুরন্তী, হোপ, হিলা, জিতি, ক্যারন, সাতখাইয়া, সামসিং, চ্যাংমারি, নাগেশ্বরী ও চিলৌনি চা বাগানের জল প্রকল্প। অন্যদিকে মেটেলি বাজার, লুকসান, ওদলাবাড়ি, লাটাগুড়ি, ক্রান্তি, পূর্ব বাতাবাড়ি সহ জনবহুল এলাকায় নতুন প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, এই সমস্ত এলাকায় জল প্রকল্প থাকলেও বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সেই প্রকল্প দিয়ে এইসব এলাকার জলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। সেজন্য এই সমস্ত এলাকায় নতুন জল প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মালদায় বেআইনি ভাবে বালি কেটে পাচার

মালদা: নদী তীরবর্তী অঞ্চল থেকে বেআইনি ভাবে বালি কেটে বিহারে পাচার করতে গিয়ে চারটি ট্রাক্টর সহ পুলিশের হাতে ধৃত ৪ যুবক। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল এই বালি পাচারের কাজ। এই রাজ্য থেকে বালি নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হতো পার্শ্ববর্তী বিহারে। যথেষ্ট ভাবে বালি কাটার ফলে বর্ষাকালে সহজেই নদীর জল ঢুকে যেত নদী তীরবর্তী অঞ্চল গুলিতে। এলাকাবাসী এবং বিরোধীদের অভিযোগ এর পেছনে হাত রয়েছে শাসকদলের নেতাদের। যদিও জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি পুলিশ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করছে বলেই গ্রেপ্তার করেছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দৌলত নগর গ্রাম-পঞ্চায়েত এলাকার ভালুকা গোবরা ঘাটে। অভিযোগ সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই ফুলহার এবং মহানন্দা নদীর তীর থেকে বালি কেটে বেআইনি ভাবে পাচার করা হতো। ২৩ মার্চ সকালে সে রকম ভাবেই বালি নিয়ে যাওয়ার পথে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ আটক করে বালিভর্তি চারটি ট্রাক্টর কে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় চার যুবক। ধৃত চার যুবকের নাম, মোহাম্মদ কুসবান(৩০), শেখ জুলফিকার(২০), আলাউদ্দিন(৩১) এবং আতিউর রহমান(২০)। ধৃতদের বৃহস্পতিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা তে রয়েছে বিহার সীমান্ত। ফলে বিহার লাগোয়া এই এলাকা থেকে বিভিন্ন জিনিস সহজেই পাচার করে দেওয়া হয় বিহারে। এমনকি এর আগেও অবৈধ ভাবে মাটি কেটে সেই মাটি বিহারে পাচারের অভিযোগ

স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার মন্ডল বলেন, আজ সকালে গোবর ঘাটে মাটি কেটে ট্রাক্টর এ নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে। আজ নয় দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ চলছিল। যদিও এর আগে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ভবিষ্যতে এই কাজ বন্ধ না হলে এলাকাবাসী বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।

প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ রায় চৌধুরী বলেন, অপপ্রচার করা বিজেপির কাজ। দল এই ধরনের জিনিসকে বরদাস্ত করে না। প্রশাসন নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করেছে বলেই ওই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দাস জানান বেআইনি ভাবে বালি কাটা হচ্ছিল।খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বালি সহ চারটি ট্রাক্টর ও চার যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোথাও যদি বেআইনি ভাবে বালি কাটা হয় তাহলে ধরপাকড় করার নির্দেশ রয়েছে রাজ্যের। অভিযুক্ত চার যুবক কে আজ চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এই প্রথম নয়, এর আগেও বেআইনি ভাবে মাটি কেটে চুরির অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল এলাকাবাসী। অভিযোগ উঠেছিল সরকারি আধিকারিকদের ওপরে। এক্ষেত্রে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয় সেটা দেখার বিষয়।

৩১ নং জাতীয় সড়কে ট্রাকে ৭টি হাতি আটক

জলপাইগুড়ি: ৬টি ট্রাকে করে গুজরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মোট ৭টি হাতি। ২২ মার্চ পাচার সন্দেহে ৩১ নং জাতীয় সড়কের ওপর হাতি বোঝাই ওই ট্রাকগুলিকে আটক করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগের তিস্তা চেকপোস্টের বনকর্মীরা । তিস্তা সেতুর কাছে ট্রাকগুলিকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর।

জানা গিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ থেকে ৭টি হাতি অসম হয়ে গুজরাত নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩১ নং জাতীয় সড়কের তিস্তা সেতুর কাছে হাতি-সহ ট্রাক আটক করেন জলপাইগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার সুশান্ত লাহা ও লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভ্রশঙ্খ দত্ত। ট্রাকগুলির সঙ্গে থাকা ডাঃ জাহান আহমেদ জানান, অরুণাচলের নামসাই থেকে জামনগরের রাধেকৃষ্ণ টেম্পল এলিফ্যান্ট ট্রাস্টে হাতিগুলিকে দান করা হয়েছে। তাঁদের কাছে বৈধ কাগজ রয়েছে। সমস্ত হাতির গায়ে মাইক্রোচিপ লাগানো রয়েছে।

জেলা আদালত চালুর দাবিতে কর্ম বিরতি আইনজীবীদের

আলিপুরদুয়ার: জেলার মর্যাদা পেয়েছে ৭ বছর আগেই। কিন্তু এখনও আলিপুরদুয়ারে জেলা আদালত চালু হয়নি। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বহুবার আলিপুরদুয়ারে জেলা আদালত চালুর জন্য পরিকাঠামোও দেখে গেছেন। কিন্তু তার পরেও জেলা আদালত চালু না হওয়ায় এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নেমেছে বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা। আজ ২১ মার্চ থেকে আলিপুরদুয়ারের সব আদালতেই কর্ম বিরতি শুরু করছেন আইনজীবীরা। এদিন থেকে কোনো আইনজীবীই আদালতে মামলায় অংশ নেবেন না। এর পরেও জেলা আদালত চালু না হলে আমরণ অনশনের হুমকি দিলেন আইনজীবীরা। এদিকে আইনজীবীদের এই আন্দোলনে আদালতে বিভিন্ন মামলা ধাক্কা খেতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের দাবি তারা সাধারণ মানুষের সাথেই জেলা আদালত চালুর জন্য আন্দোলন শুরু করছেন।

আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানাগেছে, আলিপুরদুয়ার জেলা হওয়া সত্ত্বেও এখনও এখানে জেলা আদালত গঠন হয়নি। তবুও এখানে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কোর্ট ১, ২ এবং ৩, এসিজিএম ১ ও ২, অ্যাসিস্টেন্ট সেসন জর্জ, ফাস্ট ট্রাক ১ ও ২, সিভিল আদালত, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত সহ ১০ টি কোর্ট আছে। আলিপুরদুয়ার বার অ্যাসোসিয়েশনের আছেন ৩০০ জন এর উপর আইনজীবী।

জানা গেছে, ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জেলা জর্জ কোর্টের স্থায়ী পরিকাঠামো গড়তে ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। ওই টাকায় জি প্লাস সিক্স ক্যাটাগরির সাত তলা বিল্ডিং তৈরি হবে।

সম্পাদকীয়

রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক আতঙ্ক

রামপুরহাটের বগটুইয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে তারই মধ্যে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তিনি নিহত পরিবারের একজন করে চাকুরী এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন আগামী ১০ দিন যেন রাজ্যে অস্ত্র বিরোধী বিশেষ অভিযান চালানো হয়। বেআইনি বোমা ও অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করার জন্য পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেন তিনি। এদিকে বীরভূমের রামপুরহাটে উপপ্রধান খুন এবং একের পর এক বাড়ীতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার আঁচ গিয়ে পড়ল লোকসভায়। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ দাবি করলেন তিনি। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংসদের উচ্চকক্ষে রামপুরহাট কান্ডে রাজ্য সরকারকে কার্যত তুলোধুনো করেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে তৃণমূলের একজন উপপ্রধানকে খুন করা হয়। সেটার বদলা নিতে পাঁচটা ঘরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, যাতে ওই জ্বলন্ত ঘর থেকে মানুষ বের না হতে পারেন, তাই বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশু সহ ১২ জন জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাঁরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। মানবতা ওখানে কাঁদছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ২০ জন নিখোঁজ। পুলিশের সামনে এই কাজ হয়েছে। সকলকে জানাতে চাই, শেষ এক সপ্তাহের পশ্চিমবঙ্গ ২৬টি রাজনৈতিক খুন হয়েছে। রামপুরহাট কান্ডকে যখন রাজনৈতিক খুন বলে দাবি করছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি তখন সেই অভিযোগ ওড়ালেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা তিনি বলেন, বীরভূম জেলায় একটা খুন হয়েছে। নিহত ব্যক্তি আমাদের দলের উপপ্রধান ভাদু শেখ। এটা দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে গন্ডগোল নয়। এটা পারিবারিক গন্ডগোল। মুখ্যমন্ত্রী সিট তৈরী করেছেন। এখনও পর্যন্ত ২০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনাক্রমে রাজ্যে একপ্রকার রাজনৈতিক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

পথ

– অনিমেষ

ব্যথায় কেঁপে উঠলে যাবতীয় ভুল ভেঙে যায়

দূরে কোথাও কেউ তুলে আনে অসমাপ্ত সম্ভোগ

সৎভাবের পরেই আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল

ঠিক এইভাবে যেভাবে দিন বড় হচ্ছে...

প্রবন্ধ

মোনালিসা ও কিছু অজানা তথ্য

....সন্দীপ তালুকদার

বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই রহস্যময় চিত্রটি আঁকেন। প্রায় চারবছর লেগেছিল তাঁর এই ছবিটি আঁকতে। 'মোনালিসা' ছবিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয় প্রায় ৮৩০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু, মোনালিসার এই চিত্রটি এতো ব্যয়বহুল হওয়ার নেপথ্যে কারণ কী? এই রহস্যের সমাধান করা কিন্তু আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অনেকের মতেই তার আঁকা বিখ্যাত এই চিত্র "মোনালিসা" ছিল ফ্লোরেন্সের তৎকালীন একজন সিল্ক ব্যবসায়ীর স্ত্রী লিসা গেরারদিনের পোর্ট্রেট। আবার অনেকেই মনে করেন লিওনার্দো তাঁর কল্পনা থেকেই এই ছবিটি এঁকেছিলেন। পূর্ণভাবে রহস্যে ঘেরা এই মোনালিসার চিত্রটি। ছবিটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে বিভিন্ন রকম মনে হয়।

দূর থেকে চিত্রটি দেখলে মনে হয় সে হাসছে কিন্তু কাছে গিয়ে তার দিকে তাকালে মনে হয়, গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। আবার চোখের দিকে তাকালে তাকে হাসি-খুশি মনে হলেও তার ঠোঁটের দিকে তাকালেই সে হাসি উধাও।

এই রহস্যের পেছনের আসল কারণ আজ পর্যন্তও কেউ বের করতে পারেননি। ছবিটি নিয়ে আজও মানুষের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই।

২০০৪ সালে বিজ্ঞানী পাস্কাল মোনালিসার বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে ছবি তোলেন এবং তা বিশেষ আলো ও লেন্সের প্রযুক্তি ব্যবহার করে দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে জানান যে ছবিটিতে তিনটি আলাদা আলাদা ইমেজ রয়েছে। তৃতীয় যে ইমেজটি তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেটি ছিল অন্য এক নারীর মুখ, তবে তার ঠোঁটে কোনো হাসি ছিল না।

১৫০৩ থেকে ১৫০৬ সালের মধ্যবর্তী কোনও একসময়ে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছবিটি আঁকেন। তবে, ছবিটি সম্পূর্ণ না করেই লিওনার্দো মারা যান। অর্থাৎ আমরা মোনালিসার যেই ছবিটি দেখি সেটিতে আরো কিছু আঁকার বাকি ছিল।

মোনালিসার ছবিটি ফ্রান্সের লুভ মিউজিয়ামে রাখা হয়। তবে, ৩১ আগস্ট ১৯১১ সালে মিউজিয়াম থেকে ছবিটি চুরি হয়ে যায়। চুরি হওয়া এই ছবিটি দুইবছর পর আবার উদ্ধার করে মিউজিয়ামে বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভেতর সুরক্ষিত রাখা হয়। যাতে দ্বিতীয়বার এটি চুরি হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে।

এখন কথা বলব মোনালিসার ভ্রূ নিয়ে যা আমরা হয়তো কখনই খেয়াল করিনি, যে মোনালিসার কিন্তু ভ্রূ নেই। তবুও এটি দেখতে অনেক সুন্দর।

অনেকেই মনে করেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির রমণীয় প্রতিচ্ছবি হলো এই মোনালিসা। কারণ লিওনার্দো ও মোনালিসার ছবি পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় যে তাদের চোখ, ঠোঁট, মুখ, চোয়াল অনেকটা একইরকম। এক ব্যক্তি কম্পিউটারে লিওনার্দো ও মোনালিসার ছবি পাশাপাশি রেখে বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে দেখে এটিই অনুমান করেন যে লিওনার্দোর রমণীয় প্রতিচ্ছবিই হলো মোনালিসা। কারণ হিসেবে আরো জানান যে, কম্পিউটারের মাধ্যমে মোনালিসাকে দাড়ি ও ভ্রূ লাগিয়ে দেখার পর আপনার মনে হবে এটি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।

ইতালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ভিনসেতি বলছেন, মোনালিসার চোখে যখন হাই রেজুলেশন ক্যামেরা ধরা হয় তখন তার চোখে কিছু নাম্বার ও সংকেত দেখা যায়। হাই রেজুলেশন ক্যামেরাতে জুম করে দেখতে পাওয়া যায় তার ডান চোখের মণিতে "এল", "ভি" বর্ণ দু'টি লেখা রয়েছে; যা লেওনার্দোর নামের আদ্যক্ষর। আর বাঁ চোখে রয়েছে "বি" অথবা "এস" বর্ণ বা "সি", "ই" বর্ণদ্বয় । এই দু'টি বর্ণও কোনো অর্থ বহন করে এবং সম্ভবত তা এই চিত্রকর্মটির মডেলের পরিচয় বহন করছে ।

মোনালিসার ছবির বাঁপাশ থেকে আলট্রা ভায়োলেট পদ্ধতি ব্যবহার করে ভিঞ্চির লেখা একটি বার্তা উদ্ধার করা হয়। বার্তাটি ছিল "লারিস্পোস্তা শ্রী তোভাকি"- যার অর্থ "উত্তরটা এখানেই আছে"!

***

গল্প

পাপের ফল

....কৃষ্ণ দাস সেন

প্লেনে বসে চন্দার মনটা কখনো রাগে জ্বলে উঠছে, আবার কখনো দুঃখে কষ্টে যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে! তারই ফাঁক দিয়ে মনের মধ্যে একপাশে গুটিয়ে থাকা ভালোবাসার- কত আদরের স্মৃতি ফুলের মত সোহাগ বিছিয়ে দিচ্ছে। রাগ কষ্ট ভালোবাসার টুকরো টুকরো স্মৃতির ঢেউয়ে চন্দা অভির কাছ থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অভি ছিল চন্দার ছোটবেলার বন্ধু। পাশাপাশি বাড়ি। একসঙ্গে খেলাধুলা করতে করতে স্কুলে যাওয়া, টিফিন ভাগ করে খাওয়া, খেলার সময় পার্টনার হওয়া, ক্রমে বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়া দুজনে দুজনের। মজার কথা ,ক্লাসের যে কোনো পরীক্ষায় প্রথম ,দ্বিতীয় স্থানটা ওদেরই ছিল। তবে গোলাপের কাঁটার মতো একজন ছিল – সে তনিমা। সে কেবলই চেষ্টা করতো ওদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরাতে। কিন্তু পারতো না। তবু অক্লান্ত চেষ্টা করে যেত। স্কুলের পরীক্ষার তৃতীয় স্থানে সে থাকত। ওই অবধি। এর বেশি কাছে যেতে পারতো না ।আসলে তনিমা অভিকে খুব পছন্দ করত, চন্দাকে সহ্য করতে পারত না। তনিমাকে নিয়ে চন্দা অভি নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত। কখনো চন্দা চোখ গোল গোল করে বলতো, 'অভি তুই যদি ওই মেয়েটার দিকে একটু ফিরেছিস ,তোকে আমি জানে মেরে দেব।' অভি কাল্পনিক ভয়ে শিউরে উঠত। 'তোকে দেখে এখনই আমার ভয় করছে রে চন্দু! এমন রণং দেহি মূর্তি ধরিস না! তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? বাপরে! আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা?' চন্দা হেসে ফেলতো। অভি কপট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতো। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির জীবন এল। অভি চাকরি পেল একটা বিদেশী খুব বড় কোম্পানিতে। যথেষ্ট পরিমাণ টাকা । নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ অনেক। অভি লেগে পড়ল অফিসে নিজের উন্নতিতে। চন্দা একটা কলেজের অধ্যাপিকা হল ,সঙ্গে রিসার্চ করতে শুরু করল। একদিন অভি জানালো, ' জানিস চন্দু , একটা ঘটনা ঘটেছে। আমাদের অফিসে তনিমা ঢুকেছে আমারই ডিপার্টমেন্টে আমার জুনিয়র অফিসার হয়ে।' চন্দা চমকে উঠল। 'তনিমা? ও কি করে ওখানে গেল ?' 'তনিমার একাডেমিক রেজাল্ট তো ভালই ছিল। তার ওপর ইন্টারভিউতে টপার হলো। তাই ম্যানেজমেন্ট ওকে লুফে নিল। আমার অবশ্য সুবিধেই হয়েছে। ও হবে আমার জুনিয়র অফিসার। প্রয়োজনীয় কাজ ওকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারব।' চন্দা চুপ করে যায়। কথা বলে না। অভি চন্দাকে আদর করে, 'রাগ করলি পাগলি ? দূর তনিমাকে নিয়ে তোর ভয় কি? এককালের স্কুল-কলেজের ক্লাসমেট এখন অফিস কলিগ এর বেশি কিছু নয়।'

মাস চারেক কাটার পর অভি বলে, 'জানিস, ব্যাঙ্গালোরের অফিসে একটা ভার্চুয়াল কনফারেন্স ছিল। তনিমা তাতে বেশ ভালো বক্তব্য রাখল রে। নিজের রিপোর্টগুলো বেশ গুছিয়ে প্লেস করল । সবাই খুব প্রশংসা করছিল ওর।' 'আর তুই?' 'আমি? আমি কি?' একটু অবাক হয়ে অভি তাকায় চন্দার দিকে। অভি হো হো করে হেসে ওঠে। 'তুই সেই ক্ষেপীই রয়ে গেলি। আরে তোর কি ভয়? তুই আছিস আমার এইখানে?' বলে নিজের বুকের বাঁ দিকটা দেখায়। চন্দা শান্ত হয়। বলে, 'আমার ভয় করে জানিস !' 'না, ভয় পাস না। বিশ্বাস রাখ। দেখবি সব ভয় চলে যাবে। অভির দু'হাতের বাঁধনে চন্দা বলে, ' রাখি তো! তোকে ছাড়া আমি মরে যাব অভি !' অভি তার মুখে হাত চাপা দেয় । 'অমন কথা বলেনা চন্দু ! তাহলে আমার বেঁচে থাকা দায় হয়ে উঠবে ।' এইভাবে আশায় আশঙ্কায় ভালোবাসায় অভিমানে দিন কাটে দুজনের। চন্দা কষ্ট পায় বলে অভি আর তনিমার কথা তোলে না চন্দার কাছে। তাতেও চন্দার রাগ হয়ে যায়। ভুল বোঝে। একদিন তাই অভি বলে, 'এক কাজ করি চন্দু। আয়। আমরা বিয়ে করে ফেলি। তাহলে দেখবি সব সমস্যা মিটে যাবে।' চন্দা থমকে যায়। এই কথা তো চন্দা ভাবেনি। তাই 'পরে জানাবো 'বলে চন্দা উঠে পড়ে। ওর নিজের রিসার্চ পেপার কমপ্লিট হতে আরো চার-পাঁচ মাস সময় লাগবে। তার জন্য এখনই সংসারে জড়িয়ে পড়া ওর পক্ষে অসুবিধেজনক। সঙ্গে যে কথাটা তার মনে গভীর ভাবে দাগ কাটলো, আচ্ছা, বিয়ে করে সে তো বাড়িতেই থাকবে। অফিসের ঘটনা তো সে জানতে পারবে না। কেননা দিনের বেশিটা সময় তো ওরা একসঙ্গেই কাটায়। সেখানে চন্দার জায়গা কোথায়? অভিকে ভুল বোঝা চন্দার শেষ হয় না, বরং বেড়েই চলে। বিশ্বাসের দাবি সন্দেহের কাছে মাথা নত করে। চন্দা বিয়ের কথা নাকচ করে দেয়। বলে, ' তুই এ অফিস ছেড়ে দে অভি। অন্য অফিসে জয়েন কর। তারপর আয়, আমরা বিয়ে করি।' কিন্তু এই অফিসের এত সুযোগ এত ভালো স্যালারি ছেড়ে অভি অন্য অফিসে যেতে চায় না।

ভুল-বোঝাবুঝি চরমে ওঠে। অফিস ছাড়া না ছাড়ার জেদাজেদিতে অভি চন্দা দুজনে দুদিকে ছিটকে যায়। অভিমানে অন্ধ হয়ে একবার ভাবে চন্দা, যে সে আর বেঁচেই থাকবে না। তাতে অভি সারা জীবন কষ্ট পাক। কিন্তু সেটাতেও মন সায় দিল না। যে পৃথিবীতে অভি আছে সেই পৃথিবীতেই চন্দা থাকতে চায়। হোক না তা দূরে থেকে! তবু তারা দুজনেই থাকবে তো!

এদিকে চন্দার রিসার্চ সেন্টার থেকে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ এল এ সময়ে। আগেও একবার এসেছিল কিন্তু অভিকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবেনি। এখন দ্বিতীয়বার সেই সুযোগ আসাতে সে রাজি হয়ে গেল।

মাস দুয়েক হল চন্দা দেখা করে না অভির সঙ্গে। অভি অনেক চেষ্টা করেও চন্দাকে ধরতে পারেনি। চন্দার কোনো সিদ্ধান্তই অভি জানতে পারল না। সে সম্পূর্ন অন্ধকারে থাকলো।

ফ্লাইটে ওঠার অল্প খানিক আগে চন্দা অভিকে জানালো তার বিদেশ যাওয়ার কথা, ফ্লাইট এর সময়ের কথা। চন্দার ফোন পেয়ে অভি স্থানুর মতো বসে থাকল। খানিকক্ষণ পর একটা প্লেনের গর্জনে সে আকুল হয়ে তাকালো! তার সব সুখ শান্তি ভালোবাসা চলে গেল ওই "উড়ন্ত পাখি"টার সাথে। মনে মনে বলল, ' চন্দু ,এত অভিমান তোর? আমাকে তুই ছেড়ে চলে গেলি? একটুও বুঝলিনা আমায়? তোকে ছেড়ে এখন কি করে কাটাবো আমি?'

প্লেনে বসে চন্দা দু চোখ বন্ধ করলো। চোখের কোনে টলটল করতে থাকলো দু'ফোঁটা শিশির কনা !!

এরপর কেটে গেলো পুরো একটি বছর। তখন চন্দার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে সে ভারতে ফিরে যাবে অথবা এই বিদেশেই থেকে যাবে। সারাটা রাত ঘুম এলো না চন্দার। ভোররাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। একসময় অভির ফোন নাম্বারটা টিপে দেয়। শোনে রিংটোনের শব্দ। কানেকশন হলে খুব শান্ত গলায় একটা স্বর ভেসে এল মোবাইল থেকে, 'তুই কি আর ফিরবি না চন্দা?' চন্দা কথা বলতে পারে না। কেবল ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। 'পাগলি একটা ! শুধু শুধু একটা বছর কষ্ট দিলি আর কষ্ট পেলি। কোন মানে হয়? আমার আর কিছু বলার নেই রে! তুই তো জানিস —

'রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোরগভীরে!'

অভি চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। অভির কানে সুরের মতো ভেসে আসে, 'আমি যাচ্ছি!'

ক্যানসারের লড়াইয়ে উত্তরবঙ্গের মোশারফের আবিষ্কার পেল পেটেন্ট

শিলিগুড়ি: ক্যানসারের লড়াইয়ে নতুন আলোর দিশা দেখাতে পারে উত্তরবঙ্গের গবেষক মোশারফ হোসেন। এমনটাই মনে করছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ। ক্যানসারের কোষ মেরে ফেলতে সক্ষম সিন্থেটিক উপাদান আবিষ্কার করে ইতিমধ্যে সাড়া ফেলে দিয়েছেন মোশারফ। এবার তাঁর আবিষ্কারকে পেটেন্ট দিল ভারত সরকার। ফলস্বরূপ মোশারফের আবিষ্কৃত উপাদান থেকে এবার শুরু হবে মারণ ব্যাধির ওষুধ তৈরির প্রক্রিয়া।

২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত টানা গবেষণার পর বিশেষ ধরণের ওই সিন্থেটিক উপাদান আবিষ্কার করেন মোশারফ। দুই প্রকার ইঁদুরের শরীরে ঐ উপাদান প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে যে উপাদানটি ক্যানসারের কোষকে একশো শতাংশ মেরে ফেলতে সক্ষম। মানব দেহের স্তন, ফুসফুস, জরায়ু ও লিভার ক্যানসারের ওপর প্রয়োগ ও পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে উপাদানটি মানব দেহে প্রয়োগের উপযুক্ত এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হীন। বলাবাহুল্য, ২০১৭ সালেই পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছিলেন তিনি। অবশেষে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি পেটেন্টের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একক আবিষ্কারক হিসেবেই পেটেন্ট পেয়েছেন তিনি।

দিনহাটা মহকুমার পেটলার প্রত্যন্ত গ্রাম দ্বারিকামারিতে মোশারফের বাড়ি। পেটলা নবিব্রক্ষ উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং দিনহাটা সোনিদেবি জৈন হাইস্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ

মোশারফ হোসেন

মাধ্যমিক পাশ করার পর কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এরপর ২০১৮ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা ইউজিসি-র মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর।

মোশারফ বলেন, আমার আবিষ্কার বিশ্বের মানুষের সার্বিক উপকারে লাগলে সেটাই হবে সব থেকে বড় সাফল্য। কী ভাবে ক্যানসারের ওষুধ তৈরি করা যায় সেটাই হবে মূল লক্ষ্য।

মেডিক্যাল কলেজে বৃদ্ধি পেল জিএনএম-এর আসন সংখ্যা

শিলিগুড়ি: নার্সিং প্রশিক্ষণে আসন সংখ্যা বাড়লো উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বৃদ্ধি হয়েছে ৪০ টি আসন। আগে ৬০ টি আসন ছিল। চলতি শিক্ষাবর্ষে ৪০ টি আসন বাড়ায় প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে ১০০ জন করে পড়ুয়া জেনারেল নার্স মিডওয়াইফেরির (জিএনএম) প্রশিক্ষন নেওয়ার সুযোগ পাবে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

১৫ মার্চ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরেই নতুন নার্সিং প্রশিক্ষণ ভবন ও অডিটোরিয়ামের উদবোধন হয়। পাশাপাশি এদিনই নবীন বরন বা নতুন প্রশিক্ষণ নিতে আসা পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে ল্যাম্প লাইটিং সেরিমনি বা শপথগ্রহন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মেয়র তথা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যান সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক, স্টুডেন্ট এফেয়ার্সের ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত, নার্সিং বিভাগের অধ্যক্ষা সুতপা দত্ত সহ অন্যান্যরা।

গ্যাস-ও-ফাস্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বিশ্বনাথ বসু

কলকাতা: গ্যাস-ও-ফাস্ট রোপসের পক্ষ থেকে পুণরায় বাংলার আঞ্চলিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হল অভিনেতা বিশ্বনাথ বসুকে। এই গ্যাস-ও-ফাস্ট হল ম্যানকাইন্ড ফার্মা হাউজের একটি আয়ুর্বেদিক অ্যান্টাসিড ব্র্যান্ড। ব্র্যান্ড এবং বিখ্যাত অভিনেতা তাদের অ্যাসোসিয়েশন অব্যাহত রেখে একটি নতুন টিভিসি চালু করবে যা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উন্মোচন করা হবে। উল্লেখ্য পূর্ব ভারতের বাজারে পসার জমাতেই গ্যাস-ও-ফাস্টের এই উদ্যোগ।

গ্যাস-ও-ফাস্টের লক্ষ্য হল আঞ্চলিক ভাষায় বাংলার গ্রাহকদের সাথে সরাসরি সংযোগ তৈরির মাধ্যমে "ইন্ডিয়া কে অ্যাসিডিটি কা ইন্ডিয়ান সলিউশন" প্রদান। যাতে একটি বৃহত্তর বাজারের শেয়ার দখল করা যায়। এই কথা মাথায় রেখেই বিশ্বনাথ বসুকে আঞ্চলিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত করেছে গ্যাস-ও-ফাস্ট। ম্যানকাইন্ড ফার্মার সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং-এর জেনারেল ম্যানেজার জয় চ্যাটার্জি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, যে কোনো বিষয়বস্তু দর্শকদের কাছে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় চিত্রিত হলে তারা তা ভালোভাবে গ্রহণ করে। তাই আঞ্চলিক অ্যাম্বাসেডর হিসেবে বিশ্বনাথ বসুকে সিলেক্ট করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ৮০০ কোটি

শিলিগুড়ি: গত আর্থিক বছরের তুলনায় এবারের বাজেটে উত্তরবঙ্গের জন্য বরাদ্দ বেশি। উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য আগামী অর্থবর্ষে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। এই টাকায় মালদা থেকে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের সব জেলায় উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, গত দশ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য যে কাজ চলছে তা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করেন। এই দপ্তরের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সেতু নির্মাণ থেকে শুরু করে রাস্তা, স্কুলের পরিকাঠামো, বিনোদন পার্ক ও ম্যাস্টিক রাস্তা সহ প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বলাবাহুল্য, অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের জন্য ৭৯৭.৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

এনবিএসটিসি'র মাসে ক্ষতি তিন কোটি, যাত্রী বাড়লেও বাড়েনি কর্মী

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় (এনবিএসটিসি) কর্মীর অভাব এতটাই প্রকট যে প্রায় ২৫০টি বাস রাস্তায় নামাতে পারছেনা তাঁরা। এমনকি কনডাক্টরকে দিয়ে ক্লার্কের কাজ এবং আধিকারিকদের দিয়ে ইনস্পেকটরের কাজ করানো হচ্ছে। সূত্রের খবর, গত একবছরে কর্মী সমস্যার কথা জানিয়ে কয়েকবার পরিবহণ দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তারপরও কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোন চিঠি এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, কর্মীর অভাবে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। বিষয়টি রাজ্য পরিবহণ দপ্তরে জানানো হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে সংস্থার ২১টি ডিপোতে প্রায় ২৫০টি বাস পড়ে রয়েছে। এই বাসগুলো চালাতে ২৪৫ জন চালক ও ১৫৩ জন কনডাক্টর প্রয়োজন। তার সঙ্গে ১৫ জন চিফ ইনস্পেকটর, ১৫ জন ইনস্পেকটর, ডিপো ক্যাশিয়ার ১৫ জন এবং ১৫ জন মেকানিক প্রয়োজন। বর্তমানে সংস্থার অন্তত ৩৫০টি বাস রাস্তায় চলছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এনবিএসটিসি-র মাসিক আয় ১৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে খরচ রয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। সুতরাং প্রতিমাসে লোকসান হচ্ছে ৩ কোটি টাকা। সরকারি ভর্তুকিতে কর্মীদের বেতন এবং পেনশন দেওয়া হলেও ক্ষতির সমস্যা মেটেনি।

নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুণ্ডু বলেন, কোভিড পরিস্থিতির পর যাত্রী বাড়লেও কর্মী সংখ্যা বাড়েনি। কর্তৃপক্ষকে কর্মী নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়েছে।

বাড়ির জন্য নিরাপদ - পলিক্যাব গ্রিন ওয়্যারস

শিলিগুড়ি: আজকাল বাড়িঘর ঘিরে থাকে নানান ধরণের তারে। বেশিরভাগ সময়ে সেগুলি কনসিল্ড থাকে বলে স্বাস্থ্যের ওপরে তাদের কুপ্রভাবের কথা বোঝা যায় না। নিম্নমানের তার শর্ট- সার্কিট ঘটাতে পারে ও সেগুলিতে থাকা লেড ও ক্যাডমিয়ামের মত টক্সিক এলিমেন্ট স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। হেভি অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য বাড়িতে নিম্নমানের তার ব্যবহার করা বিপজ্জনক হতে পারে।

গ্রাহকদের উচিত বাড়িতে ব্যবহারের জন্য আনা তারের মান বিষয়ে সচেতন থাকা। আজকাল সচেতন ওয়্যার ও কেবল নির্মাতারা তাদের প্রস্তুত-পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে যেসব তার বাজারে আনেন সেগুলি অনেকটাই টক্সিক এলিমেন্ট-মুক্ত। এর ফলে গ্রাহকরা উপকৃত হন। গ্রাহকদের উচিত বাড়ির জন্য তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫টি গুণমানের দিকে লক্ষ্য রাখা: শক প্রোটেকশন, এনার্জি এফিসিয়েন্ট, নন-টক্সিক-লেড ফ্রি, লং রানিং ও ফায়ার সেফটি। পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট (রিটেল ওয়্যারস অ্যান্ড সুইচগিয়ার্স) গুলশন কুমার এপ্রসঙ্গে বলেন, বাড়ির জন্য ব্যবহার্য তারের ক্ষেত্রে ইকো-ফ্রেন্ডলি ও দীর্ঘস্থায়ী তার বেছে নেওয়া উচিত। ফাইভ-ইন-ওয়ান গ্রিন শিল্ড টেকনোলজি সমৃদ্ধ পলিক্যাব গ্রিন ওয়্যার হল পলিক্যাবের সর্বাধিক টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড ইন-হাউস ওয়্যার। এই ওয়্যার দেয় সুপিরিয়র ফায়ার সেফটি, এনার্জি এফিসিয়েন্সি, শক প্রোটেকশন ও লঙ্গার অপারেশনাল লাইফ। এগুলি লেড- ফ্রি ও নন-টক্সিক উপাদানে প্রস্তুত।

সরস মেলা শুরু শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি: বাংলার মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে শিলিগুড়িতে শুরু হল ৪র্থ দার্জিলিং সরস মেলা। ১৭ মার্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় প্রায় ১২দিন ব্যাপী সরস মেলা। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক সহ সরকারি উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দরা।

মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন ঘর সাজানোর সামগ্রী, পোশাক, অলংকার, বাসের তৈরি ঘর সাজানোর উপকরণ মন জয় করবে মেলাতে আগত প্রত্যেকটি দর্শক ও ক্রেতাদের। কার্যত এই মেলার মধ্যদিয়ে ভালো বিক্রির আশা দেখছেন মেলায় আগত বিক্রেতারা। মেলায় মোট ১২৫টি স্টল রয়েছে যার মধ্যে ১০টি খাবার ও ১৫টি খোলা স্টলের মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের তৈরি সামগ্রী নিয়ে পর্সা বসেছে।

পর্যটক টানতে অভিনব পন্থা রেলের বাতিল কোচেই থিম রেস্তোরাঁ

কোচবিহার: পর্যটক টানতে এবার ট্রেনের বাতিল কোচই হয়ে উঠেছে রেস্তোরাঁর নতুন থিম। ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় তাদের এই পরিকল্পনা চালু করেছে ভারতীয় রেল। এবার তাদের লক্ষ্য হল আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। এই ডিভিশনের ১৪টি জায়গায় অভিনব এই রেস্তোরাঁ চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় রেল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রের খবর। অভিনব এই রেল-রেস্তোরাঁ চালু করার জন্য এমন জায়গা বাছা হয়েছে যেখানে রেলযাত্রী বা পর্যটকদের আনাগোনা আছে। এজন্য প্রাথমিকভাবে নিম্ন অসমের কোকড়াঝাড়, আলিপুরদুয়ার জংশন, রাজাভাতখাওয়া, হাসিমারা, নিউ কোচবিহার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, নিউমাল জংশন এবং সেবকের মত জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ব্যবসার সাথে স্থানীয় সংস্কৃতিকেও যাতে সবার সামনে তুলে ধরা যায় সেজন্য রেল উদ্যোগী হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি অভিনব এই কোচ রেস্তোরাঁ গুলির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতির বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে পারবেন পর্যটকরা।

রেল সূত্রের খবর আগামী এক মাসের মধ্যেই এই কোচ রেস্তোরাঁ গুলি চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য চলতি মাসেই টেন্ডার করা হবে। প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ী বা কোন এজেন্সিকেই এই রেস্তোরাঁ গুলি চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই এই কোচ-রেস্তোরাঁ গুলির জন্য ১৪টি আইসিএফ কোচকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাঁরা এই রেল রেস্তোরাঁ গুলি চালানোর দায়িত্ব পাবেন তাঁরাই কোচ গুলি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সেগুলিকে সাজানোর কাজও করবেন। এই রেস্তোরাঁ গুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। কোচগুলির ভেতরে ডাইনিং হল ছাড়াও আলাদা কেবিনের ব্যবস্থাও থাকবে।

রেল বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে সমস্ত পর্যটক ডুয়ার্সে ঘুরতে আসবেন তাঁরা অবশ্যই একবার এই কোচ-রেস্তোরাঁ গুলিতে আসবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দিলীপ কুমার সিং বলেন, পর্যটক ও রেলযাত্রীদের কাছে নতুন কিছু তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রিপোস এনার্জির সঙ্গে মাহিন্দ্রা'র টাই-আপ

খড়গপুর: মাহিন্দ্রা'র ট্রাক ও বাস ডিভিশন (এমটিবি) এবার হাত মেলাল রিপোস এনার্জির সঙ্গে। এর উদ্দেশ্য 'রেডিমেড ফুয়েল বাউজার' ট্রাকের মাধ্যমে ডোরস্টেপ ফুয়েল ডেলিভারির চাহিদা পূরণ করা। উল্লেখ্য, বর্তমানে দেশে ডোরস্টেপ ফুয়েল ডেলিভারি ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রিপোস এনার্জির কো-ফাউন্ডার চেতন ওয়ালুঞ্জ ও মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের বিজনেস হেড (কমার্সিয়াল ভেহিকেলস) জলজ গুপ্তা আশা প্রকাশ করে জানান, ফুয়েল বাউজার বিজনেস সলিউশনের ক্ষেত্রে রিপোস এনার্জির দক্ষতা

ব্যবহার করে মাহিন্দ্রা'র লাইট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট কমার্সিয়াল ভেহিকেল রেঞ্জের ফিউরিও ট্রাকের মাধ্যমে ডোরস্টেপ ফুয়েল ডেলিভারি ব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বুক রিভিউ- নবজন্ম পাণ্ডুলিপির

পার্থ নিয়োগী

প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হবে অর্পিতা রায় চৌধুরী কে। একটা সাহিত্য পত্রিকা কে নবজন্ম দেবার জন্য। এ প্রজন্মের প্রতি অনেকেই অভিযোগ করেন তারা ভুলতে বসেছে সাহিত্য চর্চা ও বাংলা ভাষা কে। কিন্তু সেই ভুলটা আরেকবার প্রমান করে দিলেন অর্পিতা রায় চৌধুরী। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা। তারপর ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক। কিন্তু তিনি স্বাচ্ছন্দ্য মাতৃভাষা বাংলাতেই। আর তাই তাঁর হাত দিয়েই পুনর্জন্ম হল সাহিত্য পত্রিকা পাণ্ডুলিপির। ১৯৮১ তে শহর শিলিগুড়িতে একদল সাহিত্যপ্রেমী যুবকদের হাত ধরে প্রকাশ পায় পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন কারনে একটা সময়ের পর বিভিন্ন কারনে বন্ধ হয়ে যায় এই পত্রিকা। এই পত্রিকার উদ্যোগতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গৌতম বসু, আর তারই ভাগ্নি অর্পিতা রায় চৌধুরী। ২০২১ এর ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের সন্ধ্যায় আবার নতুন করে পথ চলা শুরু করল পাণ্ডুলিপি। এবারের পত্রিকার বিশেষত্ব হল সম্পাদক মন্ডলীর প্রত্যেক সদস্য মহিলা। শ্রীমতির আঁকা প্রচ্ছদটি অনবদ্য। এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধই যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। মাজরুল ইসলাম তাঁর 'নজরুলঃ জীবন ও শিল্পকথা শীর্ষক' প্রবন্ধে অল্পকথায় নজরুল কে পাঠকের সামনে নিজস্ব মুনশিয়ানায় তুলে ধরেছেন। সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পার্থ প্রতিম আচার্যের কলমে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। হাসি আমাদের জীবনে কত মূল্যবান বিভিন্ন আঙ্গিকে তথ্যের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন সজল কুমার গুহ। অনুশ্রী সরকার ও গণেশ বিশ্বাস দুজনের রচনাই পাঠকের ভালো লাগবে। অণু কবিতা আর কবিতাগুলোও খুব সুন্দর ঠাঁই দিয়েছেন সম্পাদক। ভালো লাগবে এবারের সংখ্যার দশটি গল্পও। সম্পাদক অর্পিতা রায় চৌধুরীও সুন্দর গল্পে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে কোন রকম বিজ্ঞাপন না পেয়েও এত সুন্দর পত্রিকাটিকে নবরূপে ফিরিয়ে আনা, বাংলা সাহিত্যে এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আন্তর্জাতিক মুখাভিনয় দিবস পালন করল কোচবিহার ছায়ানীড়

পার্থ নিয়োগী

কোচবিহার: স্বাগত পালের নেতৃত্বে ধারাবাহিক ভাবে কোচবিহারের মুখাভিনয় চর্চা করে যাচ্ছে কোচবিহার ছায়া নীড়। আজ বিশ্ব মুখাভিনয় দিবস উপলক্ষে নিজস্ব সভা কক্ষে কোচবিহার ছায়ানীড়ের তরফে মুখাভিনয় দিবস পালন করা হল। শুরুতেই যার জন্মদিনে আজকের এই দিবস সেই কিংবদন্তি মূকাভিনেতা শিল্পী মার্সেল মার্সোকে শ্রদ্ধা জানান হয়। এরপর দুটি মুখাভিনয় পরিবেশন করা হয়। এরমধ্যে একটি ছিল শিশুদের দ্বারা পরিবেশিত মুখাভিনয় যা সকলের প্রশংসা আদায় করে নেয়।

পরীক্ষা শেষ হলেই স্বপ্ন নগরীতে পাড়ি নিলাঞ্জনার

আলিপুরদুয়ার: দুই চোখে হাজারো স্বপ্ন নিয়ে মুম্বই পাড়ি দিতে চলেছেন আলিপুরদুয়ারের নিলাঞ্জনা রায়। একাধিক জায়গা থেকে আসছে রেকর্ডিংয়ের অফার তাই আর বেশি না ভেবে এবার পাকাপাকি ভাবে মুম্বইতে সেটল হওয়ার কথা ভাবছেন তিনি।

নিলাঞ্জনার সুরে এখন মাত গোটা দেশ। রিয়েলিটি শো-এ চ্যাম্পিয়ান হয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন আলিপুরদুয়ারের ভোলাডাবরির বাসিন্দা নিলাঞ্জনা। আপাতত ভীষণ ব্যস্ত শিডিউল। মুম্বইয়ে রিয়েলিটি শো জেতার পর মাঝে একদিন আলিপুরদুয়ারে এসে আবার ফিরে যেতে হয় তাঁকে। নিলাঞ্জনা জানালেন, সঙ্গীতের বড় মঞ্চে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবার আরেক বড় পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন তিনি। নিউটাউন গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী নিলাঞ্জনা এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তিনি জানান, পরীক্ষার পরই তাঁর মুম্বইতে চলে যাওয়ার কথা আছে।অনেক গানের রেকর্ডিংয়ের কথাবার্তা চলছে। তবে তিনি এখনই সেবিষয় কিছু খুলে বলতে চাননা।

স্মার্টফোনের যুগেও মেলায় কমেনি শ্যামলের স্টুডিওর চাহিদা

জটেশ্বর: স্মার্টফোনের যুগে স্টুডিওর অবস্থা তথৈবচ। স্টুডিওতে গিয়ে ফটো তোলা আজ প্রায় বন্ধ। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা ময়নাগুড়ির শ্যামল রায়ের। উত্তরবঙ্গের প্রায় সব মেলাতেই অস্থায়ী স্টুডিও নিয়ে হাজির হন সস্ত্রীক শ্যামলবাবু। সব মেলাতেই স্থানীয় মানুষকে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে হাতে তোলা ফটো এমনকি বাঁধাই করা ফটোও ডেলিভার করেন তিনি। যা পেয়ে খুশি মেলায় ফটো তুলতে আসা মানুষজনও।

বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় অংশ গ্রহণের সুবাদে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কোন মেলায় কেমন লোক ফটো তুলতে আসবে তা তাঁর নখদর্পণে। মেলা শুরুর প্রথম কয়েকটা দিন বিক্রি না হলেও শেষের দিনের অপেক্ষায় থাকেন শ্যামল ও তাঁর স্ত্রী বেবি।

এবার ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঐতিহ্যবাহী খগেনহাট খিলকদমতলার মেলায় অস্থায়ী স্টুডিও নিয়ে হাজির হয়েছেন শ্যামলবাবু। মেলা শুরুর দ্বিতীয় দিন তাঁর দোকানে ভিড় রয়েছে। অনেকে সিঙ্গল বা দুজনের ফটো তুলছে আবার অনেকে পরিবার নিয়ে বড় মাপের ফটো তুলছেন। শ্যামলবাবু বলেন, এই স্মার্টফোনের যুগেও স্টুডিওকে মেলায় ধরে রেখেছি। মেলায় ঘুরতে আসা মানুষজনও ভালো সাড়া দেন। মেলার দশ দিনই তাঁর কাছে প্রিয়। প্রথম দু'একদিন ভিড় না হলেও শেষের কয়েকটা দিন ব্যাপক ভিড় হয়। তিনি বলেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকে পরিবারের সকলকে নিয়েই মেলা ঘুরতে আসেন। পরিবারের সকলের একত্রিত হওয়ার স্মৃতি হিসেবেই ছবি তোলেন অনেকে। আবার অনেকে নতুন জামাই-বৌকে নিয়ে ছবি তুলতে চলে আসেন মেলায়।

প্রায় ১০ বছর ধরে শ্যামলবাবুর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেলায় থাকেন বেবি দেবীও। শ্যামলবাবু যখন ফটো তোলার কাজে ব্যস্ত থাকেন তখন ক্যাশ কাউন্টার সামলানো, ফটো কাটিং করা ছাড়াও রান্নাবান্নাও সামলান তিনি।

জামালদহে অনুষ্ঠিত হল রাজ্যের প্রথম সৃষ্টিশ্রী মেলা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

মেখলিগঞ্জ: রাজ্যের প্রথম সৃষ্টিশ্রী মেলা অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে। সম্পূর্ণ ভাবে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হল এই মেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও আনন্দধারা প্রকল্পের উদ্যোগে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে গত ১২ ই মার্চ সৃষ্টিশ্রী মেলার শুভ সূচনা করেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। ৬ দিন থেকে চলা এই মেলার পরিসমাপ্তি হয় ১৭ই মার্চ।

বসন্তের মন মাতানো সন্ধ্যায় বিগত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেতে উঠেছিল জামালদহ পথসাথী প্রাঙ্গণ। এই মেলায় কোচবিহার জেলার বিভিন্ন ব্লকের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩৫ টি স্টল ছিল। সেই সব স্টল গুলিতে স্বনির্ভর মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন পণ্যের বিপণন ও প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। আজ মেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন মেখলিগঞ্জ এর মহকুমা শাসক রামকুমার তামাং, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অরুণ কুমার সামন্ত।

মুনলাইট চা-এর স্বাদ পাবে আপামর দেশবাসী

আলিপুরদুয়ার: এই বছর দোল পূর্ণিমায় আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগানে যে পাতা তোলা হয়েছে, তা থেকে তৈরি চায়ের স্বাদ ও সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে একটি বিপণন সংস্থা। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে শিলিগুড়িতে ই-অকশনের মাধ্যমে এই চা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

গত বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা থেকে এই মাঝেরডাবরি চা বাগানে ফুল মুনলাইট চা পাতা তোলা শুরু হয়েছিল। গতবছর এক হাজার টাকা কেজি দরে আউটলেটে ওই চা বিক্রি হয়েছিল। বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এবার দাম কিছুটা বাড়তে পারে। তবে তা দেড় হাজার টাকা প্রতি কেজির মধ্যেই থাকবে বলে আশ্বাস মিলেছে।

এবার ফার্স্ট ফ্লাশের সময় দোলপূর্ণিমা পড়ে। বাজারের চাহিদা বুঝে এবারে বাগান কর্তৃপক্ষ দোলপূর্ণিমার রাতে চা পাতা তোলার আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। গতবছর বুদ্ধ পূর্ণিমায় পরীক্ষামূলক ভাবে মাত্র ৫০০ কেজি চা পাতা তৈরি করা হয়েছিল। এবার দুই হাজার কেজি মুনলাইট টি তৈরি করা হয়েছে। বাগান সূত্রের খবর এবার ২০৫জন শ্রমিক রাতে পাতা তুলেছেন। মাঝেরডাবরি চা বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধড় বলেন, দার্জিলিঙের দুটি বাগানের চা পাতা ফুল মুনলাইটে তুলে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। কিন্তু আলিপুরদুয়ারে একমাত্র মাঝেরডাবরি চা বাগানেই এই পদ্ধতিতে চা পাতা তোলা শুরু হয়েছে। বছরে তিনবার এই ফুল মুনলাইট পাওয়া সম্ভব। লক্ষ্মী পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্ণিমা ও দোল পূর্ণিমা। আমরা এই তিনটি পূর্ণিমাতেই চা পাতা তোলার চেষ্টা করব।

৫৮ বছর পর ঢাকা-এনজেপি মিতালি এক্সপ্রেস ট্রেন চলবে

হলদিবাড়ি: সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২৬ মার্চ চিলাহাটি হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে পারে বহুকাঙ্ক্ষিত ঢাকা-এনজেপি মিতালি এক্সপ্রেস। দীর্ঘ প্রায় ৫৮ বছর পর আবার যাত্রীবাহী ট্রেনের চাকা গড়াবে ওই রুটে। ওই দিনটিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে।

ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হওয়ার পর ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয় দুই দেশ। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৭ ডিসেম্বর দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেল রুট। শুরু হয় পণ্যবাহী ট্রেন পরিষেবা। এরপর ২০২১ সালের ২৭ মার্চ ভার্চুয়ালি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী যাত্রীবাহী মিতালি এক্সপ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। কোভিডের কারণে দুই বছর পর্যটন ভিসা দেওয়া বন্ধ থাকায় উদ্বোধন হলেও ভারতের মাটিতে প্রবেশ করতে পারেনি। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় ট্রেনটি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই দেশ।

সূত্রের খবর অনুযায়ী ট্রেনটি বাংলাদেশের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যাত্রী নিয়ে নীলফামারি, ডোমার, চিলাহাটি স্টেশন হয়ে ভারতের হলদিবাড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছাবে। বাংলাদেশের ইঞ্জিন সহ লোকো- পাইলটরা হলদিবাড়ি স্টেশনে থেকে যাবেন। হলদিবাড়ি থেকে ভারতীয় ইঞ্জিন ট্রেনটিকে এনজেপি পর্যন্ত নিয়ে যাবেন ভারতের লোকো পাইলটরা। ফেরার সময় ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের লোকো পাইলটরা ট্রেনটি সেদেশে নিয়ে যাবেন।

রেল সূত্রের খবর, মিতালি এক্সপ্রেসের টিকিট কাটার জন্য বৈধ ভিসা ও পাসপোর্ট প্রয়োজন। বাংলাদেশের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে এবং ভারতের এনজেপি স্টেশনে টিকিট পাওয়া যাবে। ট্রেনটি উভয় দেশ থেকে সপ্তাহে দুইদিন করে চলবে। এনজেপি থেকে রবিবার ও বুধবার এবং বাংলাদেশ থেকে সোম ও বৃহস্পতিবার ট্রেনটি চলবে। ট্রেনটিতে মোট আটটি যাত্রীবাহী কোচ থাকবে। চারটি কেবিন ও চারটি এসি চেয়ার কোচ।

মাফিয়াদের কবলে সদর দপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত জমি

নকশালবাড়ি: নকশালবাড়ির মণিরাম গ্রামপঞ্চায়েতের সুরজবর মৌজায় ১০৫ একর জমির ওপর গোর্খা ব্যাটিলিয়নের সদর দপ্তর এবং পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের তৈরি করার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কিন্তু প্রকল্প গুলি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই জমি মাফিয়ারা সরকারি জমি বিক্রি করে দেদার বাড়িঘর তৈরি করছে।

নকশালবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তে মেচি নদীর তীরে সরকারি প্রকল্পের বিরুদ্ধে জমি দখলকে কেন্দ্র করে কৃষকরা আন্দোলনে নেমেছেন। অভিযোগ এই আন্দোলনকে হাতিয়ার করেই চক্রটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জানাগেছে, কেটুগাবুরজোত এলাকার কয়েকজন জমি মাফিয়া এই সরকারি জমি প্লট করে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকায় বহিরাগতদের কাছে বিক্রি করছে। গোর্খা ব্যাটিলিয়নের সদর দপ্তর এবং পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প হবে বলে সুরজবর মৌজায় জমির এখন আকাশ ছোঁয়া দাম। এই এলাকায় এখন দোকান, হোটেল তৈরি করার জন্য জমি নিতে ভিড় করছেন অনেকেই । উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেছিলেন। সেইমত স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গত বছর জুন মাসে ভারত-নেপাল সীমান্তের ওই এলাকায় ৩০ একর জমির ওপর গোর্খা ব্যাটিলিয়নের সদর দপ্তর তৈরির জন্য চিহ্নিত করা হয়। একই সঙ্গে ওই এলাকায় ৭৫ একর জমি পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের তৈরির জন্য রাখা হয়। কিন্তু কৃষকদের ধারাবাহিক আন্দোলনে প্রশাসন জমি দখল মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সুরজবর মৌজায় একবছর পরও কোন কাজ শুরু হয়নি।

গোর্খা ব্যাটিলিয়নের ইনস্পেকটর উদয় ছেত্রী বলেন, আমরা সুরজবর মৌজায় ৩০ একর জমি পেয়েছি। যারা আমাদের জমি দখল করার চেষ্টা করছিল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আমাদের এই ৩০ একর জমির বাইরে কি হচ্ছে সেটা দেখবে ভূমি দপ্তর। আমরা এখন ফান্ডের অপেক্ষায় আছি। টাকা বরাদ্দ হলেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।

বাংলা শিক্ষা পোর্টালের আওতায় থাকবে প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল

কোচবিহার: রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবার সরকারি স্কুলের পাশাপাশি প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল গুলির প্রতিও নজর দিচ্ছেন। তাই সরকার বা সরকার পোষিত নয় প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলগুলিকেও বাংলা শিক্ষা পোর্টালের আওতায় আনার উদ্যোগ নিল রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সহ সমস্ত জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর গুলিতে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। জেলাগুলিতে কতগুলি প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল রয়েছে, সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ সহ অবিলম্বে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা শিক্ষাদপ্তরের এক আধিকারিক জানান, সরকারি হোক বা প্রাইভেট এখন থেকে আর কোন প্রাইমারি স্কুল বাংলা শিক্ষা পোর্টালের আওতার বাইরে থাকবেনা।

বাংলা শিক্ষা পোর্টালের অধীনে এলে আগামীদিনে স্কুলগুলি বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা ও নানারকম গ্রান্ট পেতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে কোচবিহারে ২২৪টি প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুলের তালিকা তারা পেয়েছেন। খুব শীঘ্রই তারা এই তালিকা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরে পাঠাবেন। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল রায় বলেন। জেলায় প্রায় ২০০-র মত প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। আমাদের কাছেও তালিকা পাঠানোর নির্দেশ এসেছে। আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তর জানিয়েছে, জেলায় প্রায় ১৫০টি প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল রয়েছে। শিলিগুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান, যে সব প্রাইভেট প্রাইমারি স্কুল এখনও রিপোর্ট জমা দেয়নি। তাদের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর।

কৃষি বিজ্ঞান মেলায় ময়নাগুড়ির অজিত

ময়নাগুড়ি: নয়াদিল্লির রাজেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত কৃষি বিজ্ঞান মেলায় পুরস্কৃত হলেন ময়নাগুড়ির কৃষক অজিত সরকার। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য অজিত বাবুকে, ৯-১১ মার্চ অনুষ্ঠিত পুসা কৃষি বিজ্ঞান মেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই পুরস্কার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তরফে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র অজিতবাবুই এই পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের ২৫জন কৃষককে এই মেলায় পুরস্কৃত করা হয়। ভারত সরকারের তরফে শংসাপত্র, চাদর ও কৃষিকাজের ছবি ও বিবরণ সহ বিশেষ বই দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ির কৃষক অজিত তাঁর বাড়ি লাগোয়া কয়েক বিঘা জমিতে জিরো টিলেজ ও শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ করেন। তিনি এলাকার অন্য কৃষকদেরও এই ভাবে ধান চাষ করার উৎসাহ দেন। বলাবাহুল্য, ধান ছাড়া প্লাস্টিক মালঞ্চ পদ্ধতিতে গ্রিন হাউসে সারা বছর তিনি বিভিন্ন ধরনের সবজিও চাষ করেন। এভাবে তিনি লাল বাঁধাকপি, ব্রোকলি, ড্রাগন ফ্রুট চাষ করেছেন।

২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি উদ্ভাবনী পুরস্কার, ২০১৫ সালে সাটসা জলপাইগুড়ি জেলা পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি পুরস্কার ছাড়াও ২০১৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি সম্মান পুরস্কার পেয়েছেন।

অজিত সরকার

কালিম্পং রিজিওন্যাল কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ সুজিত সরকার বলেন, অজিত সরকরের আগে পশ্চিমবঙ্গের কেউ এই পুরস্কার পাননি। এই পুরস্কারের জন্য কমিটি জাতীয় স্তরে অনুসন্ধান চালায়। অল্প জমিতে বর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কোন কৃষক নতুন কী চাষ করছেন। নিজে স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি অন্য কৃষকদের সহযোগিতা করছেন কিনা। এই বিষয় গুলি গোপনে খতিয়ে দেখে ওই কমিটি। তার ওপর ভিত্তি করেই এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

অজিত সরকার বলেন, সময় ও বাজারের চাহিদা মাথায় রেখেই চাষ করা জরুরি। ফলে উৎপাদিত শস্য জমি থেকে বিক্রয় করে দেওয়া সম্ভব হয়।

লাল আলুর বীজ উদ্ভাবনে রাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ গবেষণা

নাগরাকাটা: উত্তরবঙ্গের আলু চাষিদের জন্য সুখবর। কারণ উত্তরবঙ্গের চাষিদের কথা মাথায় রেখে উচ্চ প্রজাতির লাল আলুর বীজ উদ্ভাবনে যৌথ ভাবে কাজ শুরু করেছে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র ও রাজ্য কৃষি দপ্তর। বর্তমানে পাহাড় ও সমতলের নয়টি জায়গায় পরীক্ষামূলক ভাবে লাল আলুর চাষ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি চলছে দুই বছর ধরে। তিন বছরের মাথায় অর্থাৎ আগামী বছর উচ্চফলনশীল, স্বাদে-গুণে সেরা ও রোগ- প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন লাল আলুর বীজ তৈরি করে ফেলা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী কৃষি কর্তারা। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ডঃ মহেন্দ্র সিং কাদিয়ান বলেন, ইওসিমা নামে নতুন একটি লাল আলুর বীজের গবেষণার ফলাফল এপর্যন্ত অত্যন্ত ইতিবাচক। এছাড়াও আরও নানা বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও দেশের প্রখ্যাত আলু বিজ্ঞানী ডঃ স্বরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, কাজটি প্রযুক্তি নির্ভর। এর ফলাফল নিয়ে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও আলাদাভাবে লাল ও গাঢ় লাল আলুর বীজ নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

পাহাড়ে কালিম্পং, রিমবিং, লাভা, পেডং, আলগাড়া ও সমতলে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, মালকানি, গজলডোবা ও তরাইয়ের খড়িবাড়ি এলাকায় আলুর বীজ নিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বলাবাহুল্য, পেরুর রাজধানী লিমায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এই কাজে সাহায্য করছে।

প্রথম বছরে মোট ১১টি প্রজাতির বীজ নিয়ে চাষ শুরু হয়েছিল। নানা মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে এবছর আটটি প্রজাতিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাবার সিদান্ত হয়েছে। তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে চূড়ান্ত প্রজাতি বাছাই হবে। শুধু লাল আলুই নয় এই প্রকল্পটিতে একাধিক সাদা আলুর প্রজাতিও রয়েছে। আগামী বছর যে আলুগুলি বিজ্ঞানীদের আতস কাঁচে উত্তীর্ণ হবে সেগুলিকে নিয়ে এরপর শুরু হবে হাইটেক পদ্ধতিতে চাষ। এরপরই তা চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান, কৃষি আধিকারিকরা।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি না থাকায় সমস্যায় পুলিশ ও শিশু সুরক্ষা দপ্তর

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনসহ শিশু সুরক্ষা অধিকার দপ্তর গুলিকে। নাবালক-নাবালিকা উদ্ধার করা হলে তাদের নিয়ে যেতে হচ্ছে শিলিগুড়িতে। কারণ এখানে এখনও সিডব্লিউসি-র কমিটি আছে। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় পুরানো চাইল্ডওয়েলফেয়ার কমিটির(সিডব্লিউসি) মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন কমিটি এখনও তৈরি হয়নি। বলাবাহুল্য, সরকারি নিয়ম অনুসারে কোনও নাবালক-নাবালিকা উদ্ধার করা হলে প্রথমেই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে নিয়ে যেতে হয়।কারণ তারাই ঠিক করে দেন উদ্ধার করা এই নাবালক-নাবালিকাদের কোন হোমে বা আশ্রমে রাখা হবে। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে সেই বিচারের দায়িত্ব যায় জুভেইনাল জাস্টিস বোর্ডের হাতে। তাই এক্ষেত্রে ওই কমিটি না থাকায় একদিকে যেমন নাবালক-নাবালিকা উদ্ধারে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। তেমনি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ওই তিন জেলার শিশু সুরক্ষা অধিকার দপ্তরের কর্মীদের। তাঁদের এখন একমাত্র ভরসা শিলিগুড়ির চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। কিন্তু উদ্ধারের পর তাদের নিয়ে এতটা রাস্তা যাতায়াত করাই সমস্যাজনক বলে জানিয়েছেন কোচবিহরের শিশু সুরক্ষা আধিকারিক স্নেহাশিস চৌধুরী। তিনি বলেন অবিলম্বে কোচবিহারে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি চালু করা প্রয়োজন।

গত ২৭ ডিসেম্বর কোচবিহার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। আলিপরদুয়ার জেলায় এই কমিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে তিন বছর আগে। অপরদিকে চলতি মাসের ১১ মার্চ জলপাগুড়ি জেলার কমিটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। জানাগেছে এই কমিটির মেয়াদ তিন বছর। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পুনরায় কমিটি গঠনের কাজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোন কারণে এবার তা হয়নি। জেলাগুলিতে ফের কবে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি চালু হবে সেব্যাপারে সঠিক ভাবে কেউ কিছু জানাতে পারেনি।

কোচবিহারের এক আধিকারিক জানান, রাতে নাবালক-নাবালিকা উদ্ধারে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। তখন সেই মুহূর্তে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হলে ভিডিও কলে শিলিগুড়ির চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তারপর নির্দেশ মত তাদের হোমে পাঠানো হয়। তাই এক্ষেত্রে ওই কমিটি না থাকায় নাবালক-নাবালিকা উদ্ধার সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে।

আরএলজি'র 'ক্লিন টু গ্রিন অন হুইলস' ক্যাম্পেন

শিলিগুড়ি: রিভার্স লজিস্টিক্স গ্রুপের (আরএলজি) অংশ আরএলজি সিস্টেমস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তাদের ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পেন 'ক্লিন টু গ্রিন'-এর নতুন ভার্সন 'ক্লিন টু গ্রিন অন হুইলস' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করল। এই নতুন সচেতনতা ও সংগ্রহ কর্মসূচির আওতায় আসবে দেশের ১১০টি শহর ও ৩০০টি জনপদ এবং এই ক্যাম্পেন ৪ মিলিয়ন দেশবাসীর কাছে পৌঁছে যাবে। এই উদ্যোগের অধীনে ৯টি কালেকশন ভেহিকেল শহর ও জনপদগুলিতে যাবে ও ৫৫০০এমটি ই-ওয়েস্ট সংগ্রহ করবে। সেইসঙ্গে স্কুলের শিক্ষার্থী, কর্পোরেট সংস্থা, ব্যাঙ্ক কনজিউমার, রিটেলার, রেসিডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনগুলির সদস্য, ইনফর্মাল সেক্টর ও হেলথকেয়ার ক্যাম্পগুলিতে সচেতনতামূলক কর্মসূচি সংগঠিত করবে।

এই ক্যাম্পেন একযোগে শুরু হবে দেশের উত্তরের নতুন দিল্লি ও জম্মু, পূর্বের কলকাতা, গুয়াহাটি ও রাঁচি, পশ্চিমের আহ্মেদাবাদ এবং দক্ষিণের ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই ও হায়দ্রাবাদে। কালেকশন ভেহিকেলগুলি পরিকল্পনা অনুসারে চলবে ও গ্রাউন্ড টিমগুলি ই-ওয়েস্ট কালেকশনে সহযোগিতা করবে। সেইসঙ্গে ১১৪৫টি প্রোমোশনাল ও অ্যাওয়ারনেস অ্যাক্টিভিটি চালানো হবে সোস্যাল মিডিয়া, কিন টু গ্রিন পোর্টাল, রেডিয়ো, ক্লাসিফায়েড ও মিডিয়া রিলিজের মাধ্যমে।

যেসব মানুফ্যাকচারার বা ব্র্যান্ড আরএলজি সিস্টেমস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে যুক্ত সেগুলি হল – মাইক্রোসফট, এলজি, এইচপি, ওপ্পো, লেনেভো, পায়োনিয়ার, মোটোরোলা, ফুজিৎসু, সিমেন্স, হাইয়ার, ভিডিয়োজেট, ভাইরা, আইএফবি, হ্যাভেলস, লয়েড, এসএমটি, বারটেক, ভিডিয়োটেক্স, দাইওয়া, শিনকো, ইনফিনিক্স, সিটি ট্রেডিং, এআরইউ, ট্রোভো, ভিজন, অ্যালকেমি, টেকনো, আইটেল ও ওরাইমো। এই ক্যাম্পেন এদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে যাতে ই-ওয়েস্টের সেফ ডিসপোজাল করা যায়। শিলিগুড়িতে যেসব এলাকা ক্লিন টু গ্রিন অন হুইলস ক্যাম্পেনের আওতাধীনে রয়েছে সেগুলি হল – ঘোষপুকুর, কালিম্পঙ, মাল্লাগুড়ি ও রংপো।

নিউ হল্যান্ড এগ্রিকালচারের ডিলারশিপে প্রসারণ

সিউড়ি: কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তি-ভিত্তিক কৃষির সুফল প্রদানের লক্ষ্যে নিউ হল্যান্ড এগ্রিকালচার দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি নতুন ডিলারশিপ চালু করল। কৃষকরা যাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য নিউ হল্যান্ড এগ্রিকালচার জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ১২টি নতুন ডিলারশিপ নিয়োগ করেছে এইসব রাজ্যে: মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড়।

নিউ হল্যান্ড এগ্রিকালচারের ডিলারশিপগুলি গ্রাহক ও কোম্পানির মধ্যে সংযোগরক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করে। সদ্য উদ্বোধন হওয়া নতুন ডিলারশিপগুলি একদিকে ব্যবসাবৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে নজর রাখবে যাতে গ্রাহকরা তাদের বিনিয়োগের বিনিময়ে উপযুক্ত সুফল পেতে পারেন।

১৯৯৬ সালে, নিউ হল্যান্ড এগ্রিকালচার একটি একক সংস্থা হিসেবে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এই কোম্পানি ৩০০,০০০টি ট্রাক্টর বিক্রয়ে সমর্থ হয়েছে। এই ট্রাক্টরগুলি যেমন শক্তিশালী, তেমনই বিভিন্ন ধরণের কাজের উপযোগী। নিউ হল্যান্ড সাফল্যের সঙ্গে দেশের ৫০০,০০০ জন গ্রাহককে পরিষেবা দিয়ে চলেছে তাদের ৪৭০টির অধিক ডিলারশিপ ও ১০০০টির অধিক কাস্টমার টাচপয়েন্টের মাধ্যমে, যেগুলির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মেইন ডিলার, ডিলার ব্রাঞ্চ, স্যাটেলাইট ডিলার ও অথরাইজড সার্ভিস সেন্টার।

আমন্ড সহযোগে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা

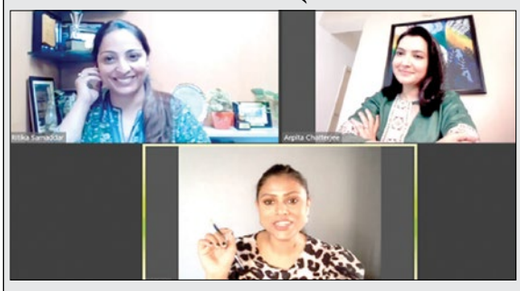

কলকাতা: স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাত্রা বজায় রাখার বিষয়টিকে সামনে রেখে আমন্ড বোর্ড অফ ক্যালিফোর্নিয়া 'চেঞ্জিং ডায়ানামিক্স অফ ফ্যামিলি হেলথ' শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল। সভায় বক্তাদের আলোচনায় প্রাধান্য পায় – কিভাবে ভারতীয় পরিবারগুলি তাদের সুস্থতার জন্য খাদ্য নির্বাচনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে কিছু পরিবর্তন আনতে পারে এবং আরও আনন্দোচ্ছল, সুস্থতর ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা অনুসরন করতে পারে।

আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন সুপরিচিত আরজে শেলী। এতে অংশ নেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী অর্পিতা চ্যাটার্জি ও ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিওনাল হেড-ডায়েটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দার। তারা বিশদে আলোচনা করেন যে বিষয়গুলি নিয়ে সেগুলির মধ্যে ছিল – সার্বিক লাইফস্টাইলের নানাদিক ও খাদ্যাভ্যাসে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার ব্যাপারটি অবিলম্বে পুণর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা। তাদের মতে, প্রাত্যহিক খাদ্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিদিন একমুঠো আমন্ড খাওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত, কারণ আমন্ড সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ও সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। এই আলোচনা সভায় আমন্ডের বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিগুণের কথা ও মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর তার ইতিবাচক প্রভাবের কথাও বিশদে উঠে আসে।

আইটেলের নতুন স্মার্টফোন – এ৪৯

কলকাতা: ভারতের সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড আইটেল এবার নিয়ে এসেছে এক নতুন স্মার্টফোন – আইটেল এ৪৯। এ৪৭ ও এ৪৮-সহ আইটেলের 'এ সিরিজ' সাফল্য পাওয়ার পর আনা হল এ৪৯। এই ফোনে রয়েছে ৬.৬ ইঞ্চি এইচডি+ আইপিএস ওয়াটারড্রপ ডিসপ্লে, ৪০০০এমএএইচ লিথিয়াম-পলিমার ইনবিল্ট ব্যাটারি। ফোনটির দাম মাত্র ৬৪৯৯ টাকা।

ভারতের সর্বাধিক সাশ্রয়ী আইটেল এ৪৯ ফোনে রয়েছে অ্যাডভান্সড ডুয়াল সিকিউরিটি ফিচার্স, হাই- ক্যাপাসিটি স্টোরেজ, এআই ডুয়াল ক্যামেরা। এর সঙ্গে আছে এক এক্সক্লুসিভ অফার, যার দ্বারা একবার ক্ষতিগ্রস্ত স্ক্রিন পরিবর্তন করে নেওয়া যাবে ফোন ক্রয়ের ১০০ দিনের মধ্যে। এই স্মার্টফোনে রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ১১ (গো এডিশন), ১.৪ গিগাহার্টজ কোয়াড-কোর প্রসেসর, ২ জিবি RAM, ৩২ জিবি রম, ফার্স্ট ফেস আনলক, মাল্টি-ফিচার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, এলইডি ফ্ল্যাশ- যুক্ত ডুয়াল ৫এমপি এআই রিয়ার ক্যামেরা, ৫এমপি সেলফি ক্যামেরা, ডুয়াল সিম স্লট। এই ফোনটি ৪জি ভিওএলটিই/ভিআইএলটিই ব্যবস্থা সমন্বিত। নতুন আইটেল এ৪৯ স্মার্টফোনটি গ্রেডিয়েন্ট গ্লসি ফিনিশ-যুক্ত এবং এটি পাওয়া যাচ্ছে ৩টি কলার অপশনে – ক্রিস্টাল পার্পল, ডোম ব্লু ও স্কাই সায়ান।

টাটা এআইএ লাইফ-এর বিজনেস পারফর্ম্যান্স বৃদ্ধি

দুর্গাপুর: ভারতের অন্যতম দ্রুত বৃদ্ধিশীল জীবনবীমা সংস্থা টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ২০২১-২২ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে 'ইনডিভিজুয়াল ওয়েটেড নিউ বিজনেস প্রিমিয়াম' (আইডব্লুএনবিপি) লাভ করেছে ১,১৯৩ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অর্জিত ৮৩১ কোটি টাকার তুলনায় এটা ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি। ২০২১-এর ডিসেম্বরে সমাপ্ত ৯ মাসের সময়কালে কোম্পানির আইডব্লুএনবিপি ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২,৭৮৬ কোটি টাকা), যা বিগত অর্থবর্ষের একই সময়কালে ছিল ২,১১০ কোটি টাকা।

এফওয়াই২২ কিউ৩-তে টোটাল প্রিমিয়াম ইনকাম ৩২ শতাংশ বেড়ে ৩,৬৫২ কোটি টাকা হয়েছে, যা আগের বছরে ছিল ২,৭৬৬ কোটি টাকা। ২০২১-এর ডিসেম্বরে সমাপ্ত ৯ মাসে টোটাল প্রিমিয়াম ইনকাম ২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৯০৭ কোটি টাকা হয়েছে, যা এফওয়াই২১-এর একই সময়কালে ছিল ৭,০৩৫ কোটি টাকা। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১-এ টোটাল অ্যাসেটস আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (এইউএম) আগের বছরের ৪৩,০৩৩ কোটি টাকা থেকে ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫,৪৯২ কোটি টাকা হয়েছে।

৩১ মার্চ ২০২১-এ টাটা লাইফের এইউএম ৫ বছরের রেটিং অনুসারে ৪-স্টার বা ৫-স্টার রেটিং অর্জন করেছে। টাটা এআইএ লাইফ সম্প্রতি ১০০টি নতুন ডিজিটাল সক্ষমতাযুক্ত শাখা চালু করেছে দেশের ১৮টি রাজ্যে। এছাড়া, অনলাইন প্রেজেন্স-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতা বৃদ্ধি-সহ ডিজিটাল পরিসরে আরও নানারকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মালঞ্চে ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর

মালঞ্চ: রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের নতুন স্টোর খুললো পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মালঞ্চ শহরে। ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে, ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশনে পরিণত হয়েছে।

মালঞ্চে ট্রেন্ডস-এর নতুন আধুনিক চেহারার স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। মালঞ্চ শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে। এইসব পণ্য পাওয়া যাবে সাশ্রয়ী মূল্যে। মালঞ্চে ট্রেন্ডস- এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর বীরনগরে

বীরনগর: পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বীরনগর শহরে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের একটি নতুন স্টোর খুললো। বীরনগরে ট্রেন্ডস-এর এই নতুন ও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। বীরনগরে ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

সমকালীন প্রবণতার ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস এখন পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন হিসেবে স্বীকৃত। বীরনগর শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে – আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে।

এজিএল-র ইউনিট বাড়ানোর পরিকল্পনা

কলকাতা: এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেড (এজিএল) বিলাসবহুল সারফেস এবং বাথওয়্যার বিভাগে একাধিক স্টেট-অফ-দ্য আর্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট স্থাপনের জন্য মেগা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করছে। এই কথা মাথায় রেখে এজিএল ৫০০ কোটি(ইউএসডি ৭০) পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ারের রাইট ইস্যুর জন্য খসড়া কাগজপত্র (ড্রাফ্ট লেটার অফ অফার) জমা করেছে।

এজিএল বড় আকারের জিভিটি টাইলস, স্যানিটারিওয়্যার এবং নিউ এজ স্টোন প্লাস্টিক কম্পোজিট (এসপিসি) ফ্লোরিংয়ের জন্য তিনটি নতুন অত্যাধুনিক উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করবে। নতুন উৎপাদন সুবিধার জন্য ২০২৩ সালের এপ্রিলে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া কোম্পানিটি দেশের সবচেয়ে বড় ডিসপ্লে সেন্টার খুলবে যা প্রায় একক ছাদের নীচে তার বিলাসবহুল সারফেস এবং বাথওয়্যার সলিউশন এবং ক্ষমতাগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা প্রদর্শন করবে। উল্লেখ্য, গুজরাটের মোরবিতে ১.৫ লক্ষ বর্গফুট একক ছাদের নীচে এই ডিসপ্লে সেন্টার হবে। এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমলেশ প্যাটেল বলেন, মেগা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন কৌশলগত উদ্যোগের জন্য, বোর্ড রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করার অনুমোদন দিয়েছে। ৫০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করার অনুমোদন দিয়েছে।

মাই স্টার্টআপ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ব্রিটানিয়ার

শিলিগুড়ি: ভারতের ১নম্বর বেকারি ফুডস কোম্পানি ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড তার মাই স্টার্টআপ ইনিশিয়েটিভ তৃতীয় সিজনের সেরা ১০ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগের অধীনে ১০ জন বিজয়ীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং ব্যবসা শুরু করার জন্য তাদের প্রত্যেককে ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার অমিত দোশি এবং শেরোস অ্যান্ড মহিলা মানির প্রতিষ্ঠাতা সাইরী চাহল। উল্লেখ্য, ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড তার তৃতীয় সিজনে প্রায় ৪০ লক্ষ ভারতীয় মহিলাকে স্পর্শ করেছে।

ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড মাই স্টার্টআপ প্রতিযোগিতার সিজন ৩-এর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে লাইভ হয়েছিল। দেশব্যাপী ১৩ লাখেরও বেশি এন্ট্রির অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। আবেদনকারীরা টেলিফোন, ওয়েবসাইট এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাদের এন্ট্রি রেজিস্ট্রি করতে পারে। সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ২০শতাংশ এন্ট্রি হয়েছে মহারাষ্ট্র থেকে।তারপরে রয়েছে যথাক্রমে তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ। শেরোস অ্যান্ড মহিলা মানির প্রতিষ্ঠাতা সাইরী চাহল বলেন, ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড মাই স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জ হল উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের দক্ষতাকে বিপণনযোগ্য ব্যবসায় পরিণত করার একটি অসাধারণ সুযোগ।

একশো শতাংশ অনলাইন স্কুল সাইবোর্ড

কলকাতা: সাইবোর্ড স্কুল নামে কলকাতায় এক ধরনের একশো শতাংশ অনলাইন স্কুল চালু হয়েছে। যার উদ্দশ্য হল শিক্ষক, আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রম এবং উচ্চতর প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের একটি উচ্চতর শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

গত কয়েক বছরে ঐতিহ্যগত শিক্ষার ধারণা আমূল বদলে গেছে। সাইবোর্ড স্কুল একশো শতাংশ অনলাইন লার্নিং-র মাধ্যমে উন্নতানের শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উল্লেখ্য, সাইবোর্ড মুখের স্বীকৃতি এবং শারীরিক ভাষা মূল্যায়নের জন্য এআই ব্যবহার করে। এই বিদ্যালয়টি পকেট-বান্ধব ফি কাঠামো অফার করে। যা প্রতি মাসে ১৩২০টাকা থেকে শুরু। সাইবোর্ড স্কুলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও রজত সিংগাল বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভার্চুয়াল ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামগ্রিক বিকাশের উপর ফোকাস করা।

দিনহাটায় নতুন ট্রেন্ডস স্টোর

দিনহাটা: পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের একটি নতুন স্টোর খুললো। দিনহাটায় ট্রেন্ডস-এর এই নতুন ও আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। দিনহাটায় ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও। সমকালীন প্রবণতার ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস এখন পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে। এর ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশন হিসেবে স্বীকৃত। এখন থেকে দিনহাটা শহরের গ্রাহকরা তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে – আকর্ষক ও সাশ্রয়ী মূল্যে।

নতুন ফর্মুলায় উন্নতমানের হার্পিক

শিলিগুড়ি: হার্পিক এখন আরও ঘন, আরও উন্নত। রেকিট ইন্ডিয়া ল্যাভাটরি কেয়ার ক্যাটাগরিতে অগ্রণী ব্র্যান্ড 'হার্পিক'-এর ফর্মুলায় পরিবর্তন এনে এটিকে আরও ঘন ও উন্নতমানের করে তুললো। নতুন আরও ঘন হার্পিক টয়লেট ক্লিনার পাওয়া যাচ্ছে ২০০মিলি, ৫০০মিলি ও ১লিটার বোতলে যথাক্রমে ৪০ টাকা, ৯৩ টাকা ও ১৯৫ টাকায়।

নতুন হার্পিক টয়লেট পরিষ্কারের ক্ষেত্রে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা নেবে। নতুন হার্পিকের মাধ্যমে রেকিট ইন্ডিয়া এই প্রথম আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) চালিত এনক্রিপশন টেকনোলজি লঞ্চ করল। এর দ্বারা বাজারে চালু থাকা অন্যান্য নীল বোতলের তুলনায় এই প্রোডাক্টের অথেন্টিসিটি যাচাই করে নেওয়া যাবে। নির্বাচিত হার্পিক প্যাকে এই নতুন সংযোজন থাকায় গ্রাহকরা নিজেরাই এনক্রিপ্টেড কিউআর কোড স্ক্যান করে প্রোডাক্টটি যাচাই করতে পারবেন।

লঞ্চ হল হায়ারের আল্ট্রা-স্লিম ওএলইডি

কলকাতা: হায়ার লঞ্চ করল নতুন আল্ট্রা-স্লিম ৪.৯ মিমি ওএলইডি টিভি। উন্নত হ্যান্ডস-ফ্রি নিয়ন্ত্রণের জন্য হায়ারের এই নতুন অ্যান্ড্রয়েড-চালিত টিভি ফার-ফিল্ড ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রযুক্তি যুক্ত। যার মাধ্যমে দূর থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রিমোটের আর প্রয়োজন হবেনা। উল্লেখ্য, হায়ার তার নতুন এই ওএলইডি টিভি-র দাম ধার্য করেছে ২,৩৯,৯৯০ টাকা। ভারতে নির্বাচিত খুচরা দোকানে উপলব্ধ।

হায়ার ৪কে এইচডিআর ওএলইডি টিভি ব্যবহারকারীদের ৩৮৪০এক্স ২১৬০পিক্সেল দ্বারা আনা একটি ভিজ্যুয়াল ফিস্ট দেয়। হায়ার ওএলইডি-র ১৬৫ সেমি (৬৫-ইঞ্চি) স্ক্রীন এবং অতি পাতলা (৪.৯ মিমি) বেজেল-হীন ডিজাইনকে ফ্লান্ট করে। যা আধুনিক বাড়ির জন্য একটি নিখুঁত স্মার্ট হাব তৈরি করে। শুধু ভিজ্যুয়ালই নয় হায়ার ওএলইডি-তে ডলবি অ্যাটমস প্রযুক্তি থাকায় এটি উচ্চমানের সাউন্ড অভিজ্ঞতা প্রদান করে। হায়ার অ্যাপ্লায়েন্স ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট সতীশ এনএস বলেন, নতুন হায়ার ওএলইডি ভারতীয় গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছে যা ইন্সপায়ার্ড লিভিং-র উদাহরণ।

টাটা মোটরস হাইড্রোজেন চালিত যানবাহন তৈরি করেছে

কলকাতা: ভারত সরকারও ২০৩০ সালের মধ্যে তার অর্থনীতির নির্গমনের তীব্রতা ৪৫% কমানোর একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি প্রতিস্থাপনের জন্য একটি প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্প হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। টাটা মোটরস উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং হাইড্রোজেন চালিত যানবাহনের উন্নয়নে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

টাটা মোটরস একটি ফুয়েল সেল প্রযুক্তি প্রদর্শনকারী যানবাহন প্রকল্পে কাজ করছে, যা প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রদর্শনী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভারত সরকারের সহযোগিতায় ধারণা করা হয়েছে এবং সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশনের জন্য ইসরো-এর উন্নয়নের সময় সহযোগিতা করেছে। পুনেতে টাটা মোটরস এই প্রযুক্তির জন্য একটি ডেডিকেটেড ল্যাব স্থাপন করেছে। এটি অটো এক্সপোর মতো বিভিন্ন বিশিষ্ট পাবলিক ফোরামে ভারতের প্রথম ফুয়েল সেল চালিত বাস প্রদর্শন করেছে। টাটা মোটরস তার হাইড্রোজেন হ্যান্ডলিং এবং অনবোর্ড স্টোরেজ ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথেও উন্নত করেছে। এটি একটি ডেডিকেটেড হাইড্রোজেন ডিসপেনসিং স্টেশন এবং সান-এ টেস্ট ট্র্যাক তৈরি করেছে এবং ফুয়েল সেল বাসগুলি পরীক্ষা করেছে। কোম্পানিটিকে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে ১৫টি হাইড্রোজেন-ভিত্তিক প্রোটন এক্সচেঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল বাস সরবরাহের জন্য একটি টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল। এই দরপত্রে এমওইউ স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ১৪৪ সপ্তাহের মধ্যে বিতরণ করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

টাটা মোটরসের প্রেসিডেন্ট ও সিটিও শ্রী রাজেন্দ্র পেটকার বলেছেন, "আমরা নিশ্চিত যে হাইড্রোজেনের নেট জিরো এবং সাসটেইনেবিলিটির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই জায়গায় আমাদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল গাড়ির জন্য আমাদের পছন্দ করে তুলবে।"

প্রিমিয়াম মোটরসাইকেলের জন্য তমলুকে হোন্ডার বিগউইং

তমলুক: হোন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড তাদের প্রিমিয়াম বিগ বাইক বিজনেস ভার্টিক্যাল 'হোন্ডা বিগউইং' চালু করল তমলুকে। তমলুকে হোন্ডা বিগউইং-এর ঠিকানা – জেএল নং ১৪৫, প্লট নং ১৬ ও ১৭, ওয়ার্ড নং ৪, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৬ (পশ্চিমবঙ্গ)।

তমলুকে হোন্ডা বিগউইং উদ্বোধন প্রসঙ্গে হোন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর (সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং) ইয়াদবিন্দার সিং গুলেরিয়া জানান, হোন্ডার লক্ষ্য হল হোন্ডার এক্সক্লুসিভ প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল নেটওয়ার্ক 'হোন্ডা বিগউইং'-এর প্রসার ঘটানো, যাতে গ্রাহকদের আরও ভালভাবে পরিষেবা প্রদান করা যায়। তমলুকে তারা বিগউইং উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দিত, একথা জানিয়ে তিনি বলেন, এই প্রিমিয়াম আউটলেটের মাধ্যমে তারা হোন্ডার মোটরসাইকেলগুলিকে তমলুকের গ্রাহকদের আরও নিকটে নিয়ে যেতে পারবেন বলে আশা করেন। গ্রাহকরা এখন মিড-সাইজ রেঞ্জের মোটরসাইকেলের অভিজ্ঞতা সহজেই পেতে পারবেন। উল্লেখ্য, এখন থেকে গ্রাহকরা হোন্ডার অনন্য সিলভার উইংস এক্সপিরিয়েন্স লাভ করতে পারবেন ভারতের ৮০টিরও বেশি অপারেশনাল টাচপয়েন্ট থেকে।

শ্রম মন্ত্রকের প্রতি বিআরএমজিএসইউ-এর ধন্যবাদ

বর্ধমান: গত ১২ মার্চ নতুন দিল্লিতে কনস্টিটিউশন ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় রেলওয়ে মাল গুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন-এর (বিআরএমজিএসইউ) পক্ষ থেকে ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন বিআরএমজিএসইউ-এর প্রেসিডেন্ট পরিমলকান্তি মন্ডল ও জেনারেল সেক্রেটারি বিদ্যাধর মল্লিক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 'লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট' দফতরের মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল) অজয়কুমার সামন্তরায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল), ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার

(সেন্ট্রাল), লেবার এনফোর্সমেন্ট অফিসার, দিল্লির ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল), উত্তরপ্রদেশের রিজিওনাল লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল), রেলওয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর-ট্রাফিক (রেলওয়ে বোর্ড), জয়েন্ট ডিরেক্টর-হেলথ (রেলওয়ে বোর্ড), আন্ডার সেক্রেটারি (রেলওয়ে বোর্ড), মন্ত্রকের সেকশন অফিসার ও প্রধানমন্ত্রীর দফতরের মিনিস্টার অফ স্টেটের অ্যাডিশনাল প্রাইভেট সেক্রেটারি।

উল্লেখ্য, শ্রম মন্ত্রক রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিকদের মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের শ্রম মন্ত্রকের ই-শ্রম পোর্টালে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই পদক্ষেপ রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিকদের জন্য একটি মাইলস্টোন বলে মনে করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে বিআরএমজিএসইউ-এর প্রেসিডেন্ট পরিমলকান্তি মন্ডল চিফ লেবার কমিশনার (সেন্ট্রাল) অজয়কুমার সামন্তরায়ের হাতে উপহার হিসেবে একটি শাল ও বিআরএমজিএসইউ-এর স্মারক তুলে দেন।

এই অনুষ্ঠানে অজয়কুমার সামন্তরায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক ইউনিয়ন ও তাদের প্রেসিডেন্ট পরিমলকান্তি মন্ডলের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান এবং সংগঠনের উন্নতি কামনা করেন। শ্রম দফতরের মিনিস্টার অফ স্টেট রামেশ্বর তেলি, রেলওয়ের মিনিস্টার অফ স্টেট এবং বস্ত্র মন্ত্রকের মিনিস্টার অফ স্টেটের তরফেও অভিনন্দন বার্তা পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শ্রম মন্ত্রকের 'রেলওয়ে মাল গুদাম ওয়ার্কার্স সার্ভে ফর্ম' উদ্বোধন করেন। এই ফর্মের মাধ্যমে সারা ভারতের রেলওয়ে মালগুদাম ওয়ার্কারদের সমীক্ষা করা হবে।

প্রোটিন দ্বারা ১৫টি নতুন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেন্টার

কলকাতা: একটি সমন্বিত ডিজিটাল ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্ল্যাটফর্ম প্রোটিন দেশব্যাপী তার পদচিহ্ন প্রসারিত করেছে। আগামী ১২ মাসে এই ধরনের ১০০টি কর্মজীবন কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনার সাথে গতি অব্যাহত রাখার জন্য এটি উন্মুখ হয়েছে। ডিজিটাল কেরিয়ার কাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্ম ভারত জুড়ে আরও বেশি অনুপ্রবেশের জন্য শারীরিক উপস্থিতি নিশ্চিত করার উপর ফোকাস করছে।

প্রোটিন দিল্লি, জে অ্যান্ড কে-এর শ্রীনগরে ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিষ্ঠা করেছে; এবং পূর্বে কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে একাধিক কেন্দ্র করেছে। পশ্চিমে, প্রোটিনের পদচিহ্ন মহারাষ্ট্রে পাওয়া যেতে পারে, যেখানে একটি মনোযোগী প্রচেষ্টা রাজ্য জুড়ে ৬টি ক্যারিয়ার কেন্দ্র ছড়িয়ে দিয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি এবং গুন্টুরে কেন্দ্র খোলার সাথে এটি দক্ষিণ ভারতেও উপস্থিত। শ্রী পারভেজ আহমেদ শ্রীনগর কেন্দ্রের প্রধান, মিসেস এস ক্ষীরসাগর নাগপুর কেন্দ্রের নেতৃত্ব দেন এবং শ্রী পি. এদুকোন্ডালু তিরুপতিতে কেন্দ্র পরিচালনা করেন। প্রোটিন প্ল্যাটফর্মটি এখন বাংলা, গুজরাটি, কন্নড়, মারাঠি, তামিল ইত্যাদির মতো প্রধান আঞ্চলিক ভাষায়ও উপলব্ধ। এটি ভাষা এবং অবস্থানের মতো বাধা নির্বিশেষে নতুন বয়সের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিংয়ে বর্ধিত এবং সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে।

প্রোটিন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিধি খৈতান বলেছেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে ডিজিটাল কাউন্সেলিংকে ফিজিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নির্দেশনার সাথে যুক্ত করার একটি হাইব্রিড পন্থা হল শিক্ষার্থীদের গাইড করার এবং ছাত্র ও তাদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্যারিয়ার সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার সর্বোত্তম উপায়।"

হোলিতে মিষ্টির বিকল্প আমন্ড

কলকাতা: হোলি মানেই রঙের উৎসব। আর উৎসব মানেই বিভিন্ন ধরনের রঙ বে রঙের মিষ্টি। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য এবারের হোলি মিষ্টির বদলে আমন্ড বাদাম সেলিব্রেট করা হোক। তাই প্রিয়জনদের জন্য আমন্ড বাদামই হয়ে উঠুক হোলির উপহার। সোহা আলি খান বলেন, হোলিতে আমি অর্গানিক রঙের সাথে আমন্ড বাদাম দিয়ে মিষ্টির কোটা পূর্ণ করি। কারণ বাদাম ,প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ই সমৃদ্ধ হওয়ায় ওয়েট ম্যানেজের সাথে ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ম্যাক্স হেলথকেয়ারের রিজিওন্যাল হেড ডায়েটেটিক্স, ঋত্বিক সমাদ্দার বলেন, ভারতীয় উৎসব মানেই মিষ্টি। হোলিও তার থেকে আলাদা নয়। তাই আমি পরামর্শ দেব মিষ্টির বিকল্প হিসাবে আমন্ড বাদামই হয়ে উঠুক হোলির বিশেষ উপহার। কিংস কলেজ লন্ডনের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন বাদাম খেলে যেমন ধমনীর এন্ডোথেলিয়াল ফাংশন উন্নত হয় এবং তেমনি ক্ষতিকারক এলডিএল-কোলেস্টেরলও হ্রাস করে। উভয়ই হৃদরোগের প্রধান সূচক। সুতরাং, এই হোলিতে আপনার প্রিয়জনের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বাদামই হয়ে উঠুক বিশেষ উপহার।

এসআরআরসি-এর সাথে স্যানি ইন্ডিয়ার অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতা: তেলেঙ্গানা ভিত্তিক কোম্পানি শ্রী রাজা রাজেশ্বরী কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড ছয় বছরে সানি ইন্ডিয়ার থেকে ১০০টি এক্সকাভেটর কিনেছে। সম্প্রতি সানি ইন্ডিয়ার এমডি শ্রী দীপক গর্গ শ্রী রাজা রাজেশ্বরী কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রী রামু রাভুরির কাছে ১০০তম এক্সকাভেটর চাবি হস্তান্তরের সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষটি উদযাপন করা হয়েছিল।

এসআরআরসি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার এবং সেচ ও কৃষি মন্ত্রকদের দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং প্রকল্পগুলি সময়মত বিতরণে ধারাবাহিক কর্মক্ষমতার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। সানি ইন্ডিয়া তাদের পণ্যের পরিসর প্রসারিত করেছে, ২০১৪ সালে ৩ মডেলের এক্সকাভেটর থেকে বর্তমানে ২৬ মডেল পর্যন্ত। তাদের এক্সকাভেটরগুলির পরিসীমা ২ থেকে ৮০ টন মোট যানবাহনের ওজনের মধ্যে এবং প্রচুর কাজের প্রয়োজনীয়তার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত এবং তুলনাহীন উত্পাদনশীলতা এবং উপাদানগুলির দীর্ঘ জীবন সহ আসে। ২০২০ সালে ১৫%-এর বেশি মার্কেট শেয়ার নিয়ে তারা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি বড় ব্র্যান্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্যানি ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী দীপক গর্গ বলেছেন, "আমাদের বিশ্বমানের নির্মাণ যন্ত্রপাতির সাথে এই ক্রমবর্ধমান যাত্রায় আমাদের অংশীদারদের সাহায্য করার মাধ্যমে আমরা তাদের বিশ্বাস অটুট রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা আগামী বছরগুলিতে একসাথে নতুন মাইলফলক অর্জন করতে নিশ্চিত।"

১০০ শতাংশ প্লেসমেন্টে অ্যাকুরেটের রেকর্ড

কলকাতা: একশো শতাংশ প্লেসমেন্টের সাফল্য উদযাপন করছে অ্যাকুরেট ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি। গ্রেটার নয়ডাস্থিত অ্যাকুরেট তার ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর ১০০% প্লেসমেন্ট প্রদান করে একটি রেকর্ড স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক প্লেসমেন্ট সেশনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অ্যাকুরেট তার ক্যাম্পাসে "সেলিব্রেশনস ২০২২" নামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পিজিডিএম, এমবিএ এবং বি-টেক স্ট্রিমের জন্য বাইজুস এবং Intellipaat সেরা পেমাস্টার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অ্যাকুরেট গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনের চেয়ারপার্সন পুনম শর্মা বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ১০০% প্লেসমেন্ট নির্ভর করে বাজারের কারেন্ট ট্রেন্ডসের ওপর।

ডোমজুড়ে ট্রেন্ডস-এর নতুন স্টোর

ডোমজুড়: রিলায়েন্স রিটেলের বৃহত্তম ও দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ স্পেশালটি চেইন 'ট্রেন্ডস' তাদের নতুন স্টোর খুললো পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার ডোমজুড় শহরে।

ফ্যাশনকে সকলের কাছে সহজে গ্রহণীয় করে তুলতে ট্রেন্ডস পৌঁছে যাচ্ছে মেট্রো শহর ও মিনি-মেট্রো শহরগুলি থেকে টিয়ার-১ ও টিয়ার-২ শহরগুলিতে, ফলে ট্রেন্ডস এখন ভারতের ফেবারিট ফ্যাশন শপিং ডেস্টিনেশনে পরিণত হয়েছে। ডোমজুড়ে ট্রেন্ডস-এর নতুন আধুনিক চেহারার স্টোরে থাকছে উত্তম মানের ফ্যাশন সামগ্রীর বিশাল সম্ভার, যা এই অঞ্চলের গ্রাহকদের রুচি ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নির্বাচিত হয়েছে। ডোমজুড় শহরের গ্রাহকরা এখন তাদের পছন্দসই ও ট্রেন্ডি ফ্যাশন সামগ্রী সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন ট্রেন্ডস-এর উওমেন্স উইয়্যার, মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজের বিশাল সম্ভার থেকে। এইসব পণ্য পাওয়া যাবে সাশ্রয়ী মূল্যে। ডোমজুড়ে ট্রেন্ডস-এর প্রথম স্টোর থেকে বিশেষ প্রারম্ভিক অফার গ্রহণের সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা – শুধু দারুণ ফ্যাশনদুরস্ত পণ্যই নয়, আকর্ষক মূল্যেও।

দুর্গা মাইনিং-কে ডাম্প ট্রাক দিল স্যানি

কলকাতা: সম্প্রতি স্যানি ইন্ডিয়া তার ২০০তম ডাম্প ট্রাক-এসকেটি৯০ তুলে দিল দুর্গা ইনফ্রা মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেডের হাতে। উল্লেখ্য, এই ডাম্প ট্রাক হল ওয়াইড বডি মাইনিং ট্রাক যা কম জ্বালানি খরচের জন্য বিশেষ পরিচিত। ২০০তম ডাম্প ট্রাকের মূল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্যানি ইন্ডিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার ধীরজ পান্ডা, স্যানি ইন্ডিয়ার হেড অফ সার্ভিস মিস্টার সৌরো জ্যোতি রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিতেশকুমার শান্তিলাল ঢোলু প্রমুখ। দুর্গা ইনফ্রা মাইনিং প্রা. লিমিটেডের কয়েক বছর ধরে স্যানি ইন্ডিয়ার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে।

চলতি বছরেই স্যানি ইন্ডিয়া প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সরঞ্জামগুলির একটি নতুন পরিসর চালু করার পরিকল্পনা করেছে যা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অংশ হিসাবে তৈরি করা হবে। এসকেটি৯০ ডাম্প ট্রাকটি বর্তমানে গুজরাটের দুর্গা ইনফ্রা মাইনিং সাইটে কাজ করছে। কোম্পানিটি দেশব্যাপী ৪টিরও বেশি খনির সাইট পরিচালনা করে। স্যানি ইন্ডিয়ার চিফ অপারেটিং অফিসার ধীরজ পান্ডা বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল দুর্গা ইনফ্রা মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে আরও বড় মাইলফলক অর্জন করা।

ভারতের সর্বাধিক সাশ্রয়ী টয়োটা - 'কুল নিউ গ্লাঞ্জা'

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের (টিকেএম) বহু-প্রতীক্ষিত 'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা' লঞ্চ হল। ভারতের সর্বাধিক সাশ্রয়ী টয়োটা কার 'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা' গ্রাহকদের দেবে টয়োটার যাবতীয় গুণসমৃদ্ধ এমন এক গাড়ি, যা একদিকে যেমন স্টাইলিশ ও ডায়নামিক লুকের, অন্যদিকে তেমনই স্পোর্টি ডিজাইনের।

'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা' পাওয়া যাবে ম্যানুয়াল (এমটি) ও অটোমেটিক ট্রান্সমিশন (এএমটি) ভেরিয়েন্টে। এতে রয়েছে পাওয়ারফুল ও ফুয়েল এফিসিয়েন্ট 'কে-সিরিজ ইঞ্জিন'। 'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা' পাওয়া যাবে বর্তমান লাইন-আপের সঙ্গে আরও দুইটি নতুন গ্রেডে – ই (নিউ), এস (নিউ), জি ও ভি। বিবিধ সেফটি ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে ৬টি এয়ারব্যাগ। 'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা'র সঙ্গে থাকছে ৩ বছর বা ১০০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। এই ওয়ারেন্টি ৫ বছর বা ২২০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়ার সুবিধা পাওয়া যাবে।

গত ৯ মার্চ থেকে 'কুল নিউ টয়োটা গ্লাঞ্জা'র বুকিং শুরু হয়েছে মাত্র ১১,০০০ টাকায়। অনলাইনে (www.toyotabharat.com) অথবা টয়োটা ডিলারশিপ থেকেও বুকিং করা যাবে। নতুন টয়োটা গ্লাঞ্জার দাম এরকম: (১) টয়োটা গ্লাঞ্জা ই (এমটি) – ৬৩৯০০০ টাকা (এমটি), (২) টয়োটা গ্লাঞ্জা এস ৭২৯০০০ টাকা (এমটি) ও ৭৭৯০০০ টাকা (এএমটি), (৩) টয়োটা গ্লাঞ্জা জি ৮২৪০০০ টাকা (এমটি)) ৮৭৪০০০ টাকা (এএমটি) এবং (৪) টয়োটা গ্লাঞ্জা ভি ৯১৯০০০ টাকা (এমটি) ও ৯৬৯০০০ টাকা (এএমটি)।

'বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়া'র অংশগ্রহণকারীদের উন্মোচন

কলকাতা: ব্রিটিশ একাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস (বাফটা) নেটফ্লিক্স দ্বারা সমর্থিত 'বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়া' উদ্যোগে অংশগ্রহণ করবে এমন ভারতীয় চলচ্চিত্র, গেমস এবং টেলিভিশন শিল্প থেকে দশজন উদীয়মান প্রতিভা উন্মোচন করেছে। এ আর রহমান, অপূর্ব আসরানি, অনুপম খের, রত্না পাঠক শাহ এবং সোনালি বোস সহ শিল্প বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিশিষ্ট জুরি দ্বারা এই দশটি নাম নির্বাচন করা হয়েছিল।

বাফটা ব্রেকথ্রু ইন্ডিয়ার ২০২২ সালের বিচারকদের তালিকায় অনেক সেলিব্রিটি রয়েছে এবং এই বছরের প্রোগ্রামে একটি অতিরিক্ত সহযোগিতাও দেখা গেছে। অংশগ্রহণকারীদের সেরা ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৃজনশীলদের সাথে সংযোগ করার এবং তাদের কাছ থেকে শেখার পাশাপাশি সারা বিশ্বের সহকর্মীদের সাথে তাদের দক্ষতা শেয়ার করার সুযোগ দেওয়া হবে।

তারা ওয়ান-টু-ওয়ান মিটিং, গ্লোবাল নেটওয়ার্কিং সুযোগ, ১২ মাসের জন্য বাফটা ইভেন্টে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস এবং স্ক্রীনিং এবং সম্পূর্ণ বাফটা ভোটিং সদস্যতা পাবে। ২০১৩ সালে চালু হওয়ার পর থেকে বাফটা ব্রেকথ্রু ১৬০টিরও বেশি ক্রমবর্ধমান প্রতিভাকে সমর্থন করেছে এবং এর লক্ষ্য হল চলচ্চিত্র, গেমস এবং টেলিভিশন সার্কিট জুড়ে একটি সৃজনশীল এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সহজতর করা।

লার্নিং অ্যান্ড নিউ ট্যালেন্ট বাফটা-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর টিম হান্টার বলেছেন, "আমরা নেটফ্লিক্স-এর কাছে কৃতজ্ঞ- যারা আমাদের নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে অনুপ্রেরণা, সমর্থন এবং উদযাপনের দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করে। আমাদের নতুন দলকে অভিনন্দন এবং বাফটা ব্রেকথ্রু পরিবারে তাদের স্বাগত জানাই"।

ইসলামপুরে ফুটবল ট্রায়াল

নন্দঝাড় তফসিলি ও আদিবাসী হাইস্কুল মাঠে ছাত্র সমাজের পরিচালনায় কলকাতা প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের জন্য ২৪ মার্চ ইসলামপুরে ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হল। ছাত্রসমাজের সচিব চন্দন পাল জানিয়েছেন, এদিন ট্রায়ালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ১৪০ জন ফুটবলার অংশ নিয়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে প্রাথমিকভাবে ১৬ জনকে বাছাই করা হয়েছে। তারা মতুয়া মিলন বিথী ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।

ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট শুরু

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে ২৪ মার্চ শুরু হল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ক্রিকেট। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে সকাল ৮টায় আয়োজকদের মুখোমুখি হয় সিসিএন। পরের ম্যাচে মুখোমুখি হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাব। প্রতিযোগিতায় প্রতিটি দল দুইটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে।

কাতার ওপেনেও কোচ শিলিগুড়ির শুভজিৎ

ওমান ওপেনের পর ডব্লিউটিটি-র কাতার ওপেন টেবিল টেনিসেও ভারতীয় দলের কোচ হলেন শিলিগুড়ির শুভজিৎ সাহা। প্রতিযোগিতাটি ২৫-৩১ মার্চ কাতারে অনুষ্ঠিত হবে। কাতার ওপেনের দলে রয়েছেন শিলিগুড়ির টেকমি সরকারও। ২৪ মার্চ দলের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে দোহা রওনা হয়েছেন শুভজিৎ, টেকমি।

ছেলেদের দলে রয়েছেন সাথিয়ান গুণশেখরণ, অচিন্ত্য শরথ কমল, অ্যান্থনি অমলরাজ, মানব ঠক্কর, সানিল শেট্টি ও মনুশ শাহ। মেয়েদের দলটি এই রকম-টেকমি, মণিকা বাত্রা, সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়, শ্রীজা আকুলা, দিয়া চিতালে ও রীথ রিশা। শুভজিতের সঙ্গে দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন অরূপ বসাক।

রাজ্য ক্যারম দলে দুর্জয়, পাপিয়া

৩০ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত সিনিয়ার ন্যাশনাল ক্যারমের জন্য রাজ্য দল গঠিত হয়েছে। সেখানে শিলিগুড়ির দুইজন সুযোগ পেয়েছেন। তারা হলেন দুর্জয় ঘোষ ও পাপিয়া বিশ্বাস। এছাড়া মহিলা দলের ম্যানেজার হিসেবে রয়েছেন শিলিগুড়ির সুপ্রিয়া সেন। প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির খেলোয়াড়দের সাফল্য কামনা করছেন শিলিগুড়ি জেলা ক্যারম (২৯ ইঞ্চি) সংস্থার সচিব সঞ্জীব ঘোষ।

শিলিগুড়িতে অত্যাধুনিক ফুটবল অ্যাকাডেমি গড়তে ইচ্ছুক গৌতম দেব

কলকাতা: ২২ মার্চ ক্ষুদিরাম অনুশীলন মঞ্চে আয়োজিত হল ইস্টবেঙ্গলের প্রয়াত কর্তা দীপক দাসের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত 'দীপক জ্যোতি' অনুষ্ঠান। এদিন ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে রাজ্য তথা দেশের পাঁচ উদ্যোগপতিকে ক্লাবের 'দীপক জ্যোতি' সম্মাননা প্রদানে নতুন বিনিয়োগকারীর জল্পনা আরও জোরাল হতে শুরু করল। সঙ্গে সম্মান জানানো হল পাঁচ ক্রীড়া প্রশিক্ষককে। ক্লাবের তরফে এদিন দীপক জ্যোতি সম্মান প্রদান করা হয় সুবর্ণ বসু, গৌতম রায়চৌধুরী, শুভাশিস চক্রবর্তী, সোমনাথ ভট্টাচার্য ও প্রণব চন্দ্রের হাতে। ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিসেবে দীপক জ্যোতি' সম্মাননা লাভ করলেন অভিদত্ত রায়, মুরারী শূর, নরেন মজুমদার, শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। মরণোত্তর দীপক জ্যোতি সম্মান পেয়েছেন প্রয়াত কার্তিক বসু।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত দিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে একটি অত্যাধুনিক মানের ফুটবল অ্যাকাডেমির গড়ার কথা জানান গৌতম দেব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে সেই উদ্যোগে শামিল হওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

বিনিয়োগ আনতে সম্প্রতি বাংলাদেশে বসুন্ধরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল। শ্রী সিমেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্রীড়াস্বত্ব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও তাড়াহুড়ো করতে নারাজ তারা। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গলে বিনিয়োগ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ক্রীড়াস্বত্ব ওরা ফিরিয়ে দেবে। আমরা তা পাওয়ার অপেক্ষায় আছি। তবে ক্লাবের বাণিজ্যিকরণের প্রশ্নে লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ ছাড়া যে চলার উপায় নেই, তা বুঝতে পেরেছে ইস্টবেঙ্গল।

শ্রেয়সের নেতৃত্বে আইপিএল জেতার দৌড়ে এবছর এগিয়ে কেকেআর

কলকাতা: আইপিএলে প্রথম কয়েক বছর কলকাতা নাইট রাইডার্স পয়েন্টস টেবিলে পিছিয়ে থাকলেও পরের দিকে অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে ২ বার খেতাব জিতেছে। ২০১২ ও ২০১৪ সালে এই খেতাব জিতেছিল কেকেআর। এরপর নাইট রাইডার্স আর আইপিএল ট্রফি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারেনি।

এবছর আইপিএল ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সএর অধিনায়ক বানিয়েছে জাতীয় দলের তারকা ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আইয়ারকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক থাকাকালীন দলকে আইপিএল ফাইনালে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্রেয়স। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়ায় দিল্লি ঋষভ পন্থকে অধিনায়ক করে। আইপিএলের দ্বিতীয়ার্ধে শ্রেয়স ফিট হয়ে দিল্লি দলে ফিরলেও ক্যাপ্টেন্সি পাননি।

এবছর নাইট রাইডার্সে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার সহ ভারতীয় খেলোয়ারদের মধ্যে নীতীশ রানা, শিবম মাভি, অজিঙ্ক রাহানে, উমেশ যাদব, ভেঙ্কটেশ আইয়ার এবং বিদেশি খেলোয়ারদের মধ্যে আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন, প্যাট কামিন্স সহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তারকারা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে এবছর ভালো দল তৈরি করেছে কলকাতা, ট্রফি জেতার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে। কতকাতার কাছে ব্যাডিং-বোলিং, দেশীয়-বিদেশি খেলোয়ারদের এক ভালো ভারসাম্য রয়েছে, তবে অধিনায়ক শ্রেয়সের নেতৃত্বের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের জয়ের অন্যতম কান্ডারী হেলাপকড়ির মৌমিতা

হেলাপকড়ি: মহিলাদের এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। আর ভারতের এই জয়ের পেছনে অসামান্য অবদান রয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা হেলাপকড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা মৌমিতা রায়ের। উল্লখ্য, ৭-১৪ মার্চ কাজাখস্থানে অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের এশিয়ান হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপ।

মৌমিতার বাবা জগৎ রায় পেশায় কাঠমিস্ত্রি। কঠোর সংগ্রাম করে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন মৌমিতা। সোনাজয়ী জাতীয় দলের হয়ে নিজের সেরাটা দিয়েছেন এই প্রতিযোগিতায়। ১৮ মার্চ হেলাপকড়িতে ফিরলে মৌমিতাকে অভ্যর্থনা জানান গ্রামবাসী সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও জনপ্রতিনিধিরা।

হেলাপকড়ি পিইউআর হাইস্কুল থেকে এই হ্যান্ডবল খেলা শুরু করেন মৌমিতা। প্রথমে শারীরশিক্ষার শিক্ষক রঞ্জিত বর্মণ তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন। এরপর হেলাপকড়ি রাস স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। পরে কোলকাতার সাই-এ প্রশিক্ষণের সুযোগ মেলে। জেলাস্তরে নির্বাচিত হয়ে ২০১৬-১৭ সালে তিনি ছত্তিশগড়ে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। সেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে ২০২১সালের ৮-১২ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদশে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল মীট খেলে এশিয়ান ওমেনস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান মৌমিতা। তিনি বলেন, আমার সাফল্যের পেছনে বাবা-মা, স্কুল শিক্ষক রঞ্জিত বর্মণ, স্পোর্টস অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক মঞ্জিল কাওসার আলম ও রাকিমূল হক এবং সাইয়ের কোচ অতনু মজুমদারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দেশকে আরও সম্মান এনে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।

১৯ মার্চ মৌমিতা ও তার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায়বসুনিয়া। তিনি মৌমিতাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান। শিবমবাবু বলেন, আগামী ২৫ মার্চ ময়নাগুড়িতে সবলা মেলা শুরু হবে। সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। সেই মঞ্চে পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে মৌমিতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে শুরু হল উদয় ট্রফি

শিলিগুড়ি: মিত্র সম্মিলনীর পরিচালনায় ও কুমকুম রায়ের সহযোগিতায় উদয় দুবে ট্রফি মুক্ত অকশন ব্রিজ ২২ মার্চ মিত্র সম্মিলনীতে শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন ডাঃ এসপি ব্যানার্জি-দিলীপ সাহা, পূর্ণেন্দু গুহ-সঞ্জয় দে, পঙ্কজ মণ্ডল-সঞ্জীব পাল, জিতেশ বর্মন-উত্তম ঘোষ, বিষ্ণু সাহা-মহাদেব সাহা, বিকাশ চৌধুরী-রতন সাহা, দিলীপ দাস পরিতোষ বসাক ও বাদল দাস-এম সূত্রধর। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী করেন উদয় দুবের দুই বোন কুহেলি দুবে, কুমকুম রায়, মিত্র সম্মিলনীর কার্যনির্বাহী সভাপতি সুদীপ ঘোষ, সহসভাপতি মিন্টু রাহা, অশোক ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পিছিয়ে গেল এসসিএল

শিলিগুড়ি: পিছিয়ে যাচ্ছে রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের পরিচালনায় ও সিদ্ধি গ্রুপের সহযোগিতায় অনুষ্ঠেয় শিলিগুড়ি ক্রিকেট লিগ (এসসিএল)। ২২ মার্চ রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটনের সভাপতি নবীন আগরওয়াল, সচিব জ্যোতি দে সরকার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে এসসিএল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ২৬ ও ২৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিলিগুড়িতে সরকারি অনুষ্ঠান থাকায় টুর্নামেন্টটি ২ ও ৩ এপ্রিল কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশনে সেরা অগ্রগামী

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল অগ্রগামী সংঘ। ১৪ মার্চ রাতে ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে আঠারোখাই সরোজিনী সংঘকে হারিয়েছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে সরোজিনীর দুই ওপেনাররা ৪৪ রানের এক ভাল পার্টনারশিপ গড়লেও এরপর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে সরোজিনী। আনন্দ ছেত্রী, চন্দন মণ্ডলরা ভালো শুরু করলেও পরবর্তীতে বজায় রাখতে পারেননি। যার ফলে সরোজিনী ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৬ রানে আটকে যায়। নসিব আলম ৩০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন আকাশ পোদ্দার (১৫/২)। একটি উইকেট পেলেও ৪ ওভারের কোটায় ২৭ রান খরচ করেছেন অভিলাষ শেমিওয়াল।

পরে ব্যাট করতে নেমে অগ্রগামী ২৪ রান তোলার পরই ফিরে যান ওপেনার রাশেদ হোসেন। কিন্তু দ্বিতীয় উইকেটে শ্রেয়াংশ ঘোষ ও প্রতাপ ঘটক ৪৬ রানের জুটিতে অগ্রগামীর জয়ের মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। অষ্টম ওভারে প্রতাপ ও মিথিলেশ দাস ফেরার পর কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল অগ্রগামী। সেখান থেকে অংশুমান চক্রবর্তীকে নিয়ে ৪০ রানের অপরাজিত ইনিংসে ফাইনালের সেরা নসিব অগ্রগামীকে খেতাব এনে দেন। বোলিংয়ের পর ব্যাট হাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নসিব। অগ্রগামী ১৯ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৭ রান তুলে নেয়। রাজু সাহানি ৩৭ রানে ২ উইকেট নেন।

বিজয়ী দলকে পুরস্কার তুলে দেন পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি নান্টু পাল, সহসচিব সজল নন্দী প্রমুখ। প্রথম ডিভিশনের ফাইনালের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সুপার ডিভিশন ফাইনালের আগে পরিষদের তরফে শিলিগুড়ির সিনিয়ার ক্রিকেটার ও সিনিয়ার আম্পায়ারদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96